দদ্যাৎ দ্বিজেভ্যঃ শুদ্ধেভ্যো গণ কায়াথ বা নৃপঃ।
দৃষ্টা যদি গজান্ দুষ্টান্ দদ্যাচ্ছ্রিংশতং দ্বিজে ॥
পুরঃ নীরাজয়েদ্বাপি আত্মান স্বাথবাসুতং।
দেব সূক্তেন জুহুয়াদযুতম্বাতি তৎপরঃ ॥
তিলান্ বা জুহুয়াদগ্নৌ তৎপ্রতিকার হেতবে।
ব্রহ্মাদি জাতিভেদেন জাতিরুক্তা চতুর্ব্বিধা ॥
চতুর্ব্বিধানং ভূপানাং বাহনে তে শুভপ্রদাঃ।
যে দোষা দোষবত্ত্বানাং তএবস্যুঃ স্বজাতিতঃ ॥
যে ব্যাধয়ো নরানাং স্যুস্ত গজানামপিস্মৃতাঃ।
চিকিৎসাপি তথা তেষাং মাত্রাচৈব গবিয়সী ॥

ইতি গজ পরীক্ষা।

ইতি ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু।

গর্গ বলিয়াছেন. যে সকল গজের শরীর, দন্ত, গণ্ড; শুণ্ড ক্ষীণ, শরীর অত্যন্ত পুষ্ট; পুচ্ছ দীর্ঘ, এবং সকল গুণ রহিত, তাহা রাজা ও বৈশ্যাদির দর্শন যোগ্য নহে।

যে গজ শরীরের উর্দ্ধভাগে মদজল নিক্ষেপ না করে এবং বলহীন, বহু ভোজী. সর্ব্বদা আহারে ইচ্ছুক, এপ্রকার হাতী রাজার দর্শনীয় নহে। এরূপ দুষ্টগজ কদাচ দর্শন করিবেনা। উক্ত হস্তীকে রাজা বিনাশ বা নগরান্তরে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। অথবা শুদ্ধ বিপ্রকে, গণক কিম্বা রাজাকে দান করিবেক। আত্মশুদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণকে শত গোদান করিবেক। স্বয়ং কিম্বা পুত্রদ্বারা পুর নিরাজন করিবেক। দেবসূক্ত মন্ত্রদ্বারা দশ হাজার হোম করিবেক এবং তিলদ্বারা আহুতি প্রদান পুর্ব্বক ঐ দোষের প্রতিকার করিবেক। যেমন ব্রাহ্মণাদি চারি জাতিতে বিভক্ত আছে, তদ্রূপ হস্তীও চারি জাতিতে বিভক্ত। সেই চতুর্ব্বিধ হস্তী রাজার বাহনে শুভদঃ। যে সকল দোষ যুক্ত এবং যাহার ব্যাধি আছে, তাহার চিকিৎসাদি দ্বারা

আরাম করিলে শুভদ হয়। এই গজ পরীক্ষা। ভোজরাজ কৃত যুক্তিকল্পতরু সমাপ্ত।

হস্তীর পায়ে সাধারণতঃ ১৮টী নখ থাকে। সে স্থলে ১৬ নখ কিম্বা ২০ নখ হইলে অস্বাভাবিক বলিয়া ইহাকে বিশেষ দোষের মধ্যে পরিগণিত করে। হস্তীর লেজ মৃত্তিকা হইতে অন্তত ১ ফুট পরিমাণ উপরে থাকে, ঐ লেজ মৃত্তিকাতে স্পর্শ কিম্বা ততোধিক লম্বা হইয়া মাটী ছেঁচ্‌ড়াইয়া গেলে, উহাকে ঝাড়ুদুম্ বলে। ইহাও বিশেষ দোষ'য়। এরূপ প্রবাদ যে, এই দুই প্রকার হস্তী গৃহস্থের বাড়ী থাকিলে, নানাপ্রকার অমঙ্গল ও সর্ব্বদা তাহার ধন ক্ষয় হইয়া থাকে। এইরূপ হস্তী বিনা মূল্যে পাইলেও গৃহস্থের রাখা কর্ত্তব্য নহে। হস্তীর জিহ্বা ও তালু সাধারণতঃ লাল বর্ণের হইয়া থাকে। কিন্তু মসীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইলে ইহাকে দোষ বলিয়া পরিগণিত করে। এরূপ হস্তী গৃহস্বামীর কোনরূপ অনিষ্ট করে না বটে, অধিকাংশ দুষ্ট হইয়া থাকে। যে হস্তীর চক্ষু কটা বর্ণ, তাহাকে "ছোলেমানী চক্ষু" বলে। ইহা দোষণীয়। এরূপ হস্তী দুষ্ট এবং গৃহস্থের অমঙ্গল করে বা হয়। হস্তীর কর্ণের পীঠে ছাগলের কাণের ন্যায় একরূপ জট হইয়া থাকে, তাহাও দোষযুক্ত। ইহা গৃহস্থের সর্ব্বদা ধন ক্ষয় ও নানারূপ অমঙ্গল ঘটায়। সাধারণতঃ এই সকল দোষ বিশিষ্ট হস্তী ত্যাগ করিয়া, সুলক্ষণ হস্তী ক্রয় করা কর্ত্তব্য। কুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী সাধারণতঃ অধিক সুশ্রী দেখায়, এবং অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। অতএব তাহা ক্রয় না করিয়া অধিক মূল্যে ও সুলক্ষন যুক্ত হস্তী ক্রয় করাই উচিত। যে নরহস্তী সর্ব্বদা পীলখানায় ঝুলিতে থাকে, সেই হস্তী বিশেষ সুলক্ষণ যুক্ত। কিন্তু হস্তিনী হইলে নিতান্ত দোষণীয়। পূর্ব্বোক্ত দোষ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার হস্তীই সাধারণতঃ দেশাচার মতে উত্তম বলিয়া প্রকাশ আছে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একদন্ত বিশিষ্ট হস্তীকে গণেশ বলে। হস্তী মধ্যে গণেশ হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা সুলক্ষণ যুক্ত। গণেশ হস্তী যাহার পিলখানায় থাকে, সর্ব্বদা তাহার উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় না। যে হাতীর বাম পার্শ্বে দন্ত হইয়া থাকে, তাহাকে গণেশ হস্তী বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। তবে বাম পার্শ্বে দন্ত বিশিষ্ট হস্তী অধিক দোষণীয় নহে। যে দাঁতালের এক দন্ত উপর মুখে ও এক দন্ত মৃত্তিকাভিমুখে থাকে, বা যাহার এক দন্ত মোটা এক

এক দন্ত চিকণ হয়, কিম্বা দন্তের মধ্যে গিড়া থাকে, তাহারাও দোষ যুক্ত। এরূপ হস্তী রাখা সঙ্গত নহে।

হস্তীর লেজের অগ্রভাগে স্বাভাবিক যে রূপ লোম থাকে, তন্মধ্যে কোনও কোনটীর লেজ লোম শূন্য (অর্থাৎ পুচ্ছে কিছুমাত্র লোম উঠে না)। ইহাদিগকে "বাইলখণ্ডী" (পুচ্ছ বিহীন) বলে। মনুষ্যের মধ্যে যেরূপ মাকুন্দা (শ্মশ্রু বিহীন) হস্তীর মধ্যে ইহা তদ্রূপ ইহারা যদিও গুরুতর দোষনীয় নহে, কিন্তু ইহা দেখিতে কুশ্রী এবং তত আদরণীয় নহে। যে সকল হস্তীর লেজ কাটা থাকে, তাহাকে "বাণ্ডা" বলে। জঙ্গলে হস্তীদের পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, একটী অন্যের লেজে কামড় দিয়া তাহাকে আবদ্ধের চেষ্টা করে। এই জন্যেই প্রায় অধিকাংশ জঙ্গলী হস্তীর লেজ কাটা (বাণ্ডা) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রকৃত কোনরূপ দোষনীয় নহে। কেবল মাত্র দেখিতে কুশ্রী।

পশ্চিম অঞ্চলে বাণ্ডা হস্তীকে অর্দ্ধেক হস্তী বলিয়া পরিগণিত করে। এই জন্যই ইহাদিগের মূল্য কোন স্থানে অনেক অর্দ্ধেকেরও কম হইয়া থাকে যদি কোন বিশেষ গুণযুক্ত থাকে, তাহাহইলে উচিত মূল্যেও বিক্রয় হইতে পারে।

হস্তীর বয়স নিরূপণ।

মনুষ্যের কিম্বা অন্যান্য জন্তুর মুখ ও শরীরের লক্ষণ দেখিলেই তাহার বয়সের পরিমাণ ঠিক করা যায়। তদনুসারে হস্তীও শরীরের ও মুখের চেহারা দেখিলেই বয়সের কমি বেশী নিরূপণ করা যাইতে পারে। অতি শৈশবকালে, হস্তীর গাত্রচর্ম্ম লালাভা যুক্ত থাকে। ক্রমশঃ বয়ধিক্যের সহিত বর্ণ কৃষ্ণ হইয়া যায়। অনেকে সংস্কার থাকিতে পারে যে, হস্তীর গাত্রে ছিট, অর্থাৎ সাদা সাদা দাগ উঠিলে বৃদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। ছিট উঠার সহিত হস্তীর বয়সের কোন সংশ্রব নাই। হস্তীর গাত্রে

কেনরূপ ঘা হইলেই সে স্থান শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। হস্তীর গরমী ঘা হইলে ঐ ঘা কপালে, শুঁড়ে, কাণে, গলায় ও বক্ষে অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। উক্ত ঘা শুকাইলেই গাত্রে ছিট্ ছিট্ সাদা বর্ণের সমস্ত দাগ হয়। হয় ত এই কারণেই অনেকে ভ্রম বশতঃ যুবা হস্তীকেও বৃদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারে। একটী বাচ্চা হস্তীর গরমি ঘা হইলে সর্ব্বাঙ্গে ছিট্ জন্মিতে পারে। কিন্তু কোন কোন বৃদ্ধ হস্তীর হয় ত দেখা যায় না। হস্তীর বয়স নিরূপণের প্রধান চিহ্ন এই যে, বাল্যাবস্থায় অর্থাৎ ১২।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত পায়ের নখচন্দ্র কৃষ্ণ বর্ণ থাকে। যৌবনকাল প্রাপ্ত হইলেই নখচন্দ্র শ্বেতবর্ণ হইয়া যায়। আর একটী বিশেষ লক্ষণ এই, যে পর্য্যন্ত হস্তীর বয়স উন্নত অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ ৩০।৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত উহার কর্ণের উপরিভাগ উন্নত থাকে। যতই বয়ঃবৃদ্ধি হয়, ততই কাণের উপরিভাগ হেলিয়া আসিতে থাকে। এবং অতি বৃদ্ধ হইলে কাণের উপরিভাগ দুইভাগ হইয়া হেলিয়া পড়ে। তখন ইহারা স্ফুর্ত্তি বিহীন, ধীরগামী, দুর্ব্বল ইত্যাদি বার্দ্ধক্যের লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হস্তীর মনুষ্যের ন্যায় ১২০ বৎসর আয়ু সংখ্যা। যে সকল কুঞ্জরের মস্তক ও কর্ণ বৃহৎ, শুঁড় মোটা ও লম্বা, লেজ পুচ্ছ বিশিষ্ট, পৃষ্ঠ দেশ সমান, মস্তক স্কন্ধ অপেক্ষা উচ্চ,মুখ লম্বা কপাল ও কুম্ভ উচ্চ, পা মোটা তাহারা সুশ্রী বলিয়া পরিগণিত। দাঁতাল হস্তীর মধ্যে যাহাদিগের মস্তক বড় এবং লম্বা ও দন্তদ্বয় সমান ভাবে অবস্থিত, তাহারা সুশ্রী মধ্যে গণ্য। পালং, চোক্মা, ও সুরত দন্ত বিশিষ্ট দাঁতাল হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। শ্বেত বর্ণের হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুশ্রী বলিয়া পরিগণিত। সাধারণতঃ হস্তীর বর্ণ উজ্জ্বল, কৃষ্ণ বর্ণ বা নীলাভা যুক্ত হইলেই উৎকৃষ্ট দেখায়। হস্তীর দক্ষিণ পার্শ্বে এক দন্ত বিশিষ্ট থাকিলে তাহাকে গণেশ বলে। ঐ হস্তী অত্যন্ত সুশ্রী ও আদরণীয়। যে সকল হস্তীর মস্তক এবং কাণ ছোট, মাথা কিছু নিম্ন পৃষ্ঠ দেশ বক্র, (ঠিক কুজের ন্যায়), শুঁড় ক্ষুদ্র ও সরু, পা চিকণ ও অপরিমিত লেজ ও পুচ্ছ বিহীন, শরীরের কোনরূপ দোষ কি জন্ম কালাবধি অঙ্গ বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি কোনরূপে কুদৃশ্য হইলে তাহাকে কুশ্রী বলা যায়। যে সকল দাঁতাল হাতীর দাঁত সোজা ও নিচু মুখ এবং সরু হয়, কিম্বা একটী নীচে ও অপরটী উপরে থাকে, একটী মোটা অপরটী সরু হয়, দন্তে গিট থাকে, তাহা

অতিশয় কুশ্রী মধ্যে পরিগণিত। যাহাদিগের লেজ খাট থাকে, দাঁত কোন রূপ ভগ্ন হইয়া যায়, তাহারাও কুশ্রী মধ্যে পরিগণিত।

হস্তী অবয়বের দোষ গুণ নির্ণয়।

হস্তীর শরীরের বাঁধ অনেক প্রকার হইয়া থাকে। যথা, কুমিরিয়া বাঁধ, মিড়কা বাঁধ, একহারা বাঁধ, দোহারা বাঁধ, শেলা বাঁধ, গাঁঠিয়া বাঁধ ইত্যাদি। যে সকল কুঞ্জরের পা খাট, অথচ পেট ও শরীরের আয়তন বৃহৎ ও হৃষ্ট পুষ্ট, এবং বৃহদাকার, ইহাদিগকে কুমিরিয়া বাঁধের হাতী কহে। ইহারা বিশেষ কার্য্যক্ষম ও শ্রমশীল হইয়া থাকে। ইহাদিগের আহারাদির বিশেষরূপ যত্ন না হইলেও সহসা দুর্ব্বল হয়না। শরীর দেখিলে বিশেষ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। এই হাতীই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহারা কিছু ধীরগামী হইয়া থাকে। যে সকল হস্তীর অবয়ব দীর্ঘাকার হয়, এবং পদ লম্বা অথচ কুশ্রী নয় তাহাকে মিড়কা বাঁধ হস্তী কহে। ইহারা দ্রুত গমনে সুপটু। এই বাঁধের হস্তীই প্রায়শই অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। ইহারাও বিশেষ আদরণীয়।

যে সকল কুঞ্জরকে বল ও পুষ্টিকর খাদ্যাদি আহারে ও উপযুক্ত পরিচর্য্যাদি দ্বারা বিশেষ যত্ন করিলেও মোটা ও সুদৃশ্য হয়না তাহাদিগকে এক হারা বাঁধের হস্তী কহে। ইহারা দ্রুত গমনে বিশেষ সক্ষম হয়। কিন্তু শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া এই প্রকারের হস্তী দ্বারা কেবল আরোহণের কার্য্য ভিন্ন হাওদা উঠাইয়া শিকার কিম্বা কুমকীর কার্য্য ইত্যাদি অধিক বলের কার্য্য কদাচ নির্ব্বাহ হয়না। সাধারণতঃ কুশ্রী দেখায়।

যে সকল হস্তীর বাঁধ অত্যন্ত মোটা, বলবান, চামড়া অতিশয় পুরু ও কর্কশ, হাড় মোটা, শরীর বৃহদাকারে হইয়া থাকে, তাহাদিগকে দোহারা বাঁধের হাতী কহে। ইহারা বিশেষ বলবান, কার্য্যক্ষম, পরিশ্রমী ও সুশ্রী, কষ্ট সহিষ্ণু ও অল্পাহারী হইয়া থাকে। ইহা মোটা মানুষের ন্যায় অল্পাহারেও পুষ্ট থাকে। গমনে প্রায়ই ধীর হয়, হস্তীর মধ্যে ইহারাও শ্রেষ্ঠ।

যে সকল হাতীর শরীর লম্বা, ক্ষীণ, ও শৌল মৎস্যের ন্যায় গোলাকার, তাহাদিগকে শৌলাবাঁধের হাতী বলে। এহস্তীও তত ভাল নহে। ইহাদের শরীরের অস্থিগুলি মাংসেরদ্বারা জড়িত হইলেও মোটা বা দেখিতে সুশ্রী হয়না পা লম্বা, কাণ ও মাথা ছোট এবং শুঁড় খাট হয়। কিন্তু অতিশয় দ্রুতগামী হইয়া থাকে। বলের কার্য্যে একেবারেই অপটু। এসকল হাতীর উপরে হাওদা কসা উপযুক্ত নহে।

যে সকল হস্তী খর্ব্বাকার, উচ্চে কদাচিত ৭ ৮ ফিট হয়, তাহাদিগকে গাঠিয়া বাঁধ হস্তী বহে। ইহাদের পৃষ্ঠ দণ্ড স্বভাবতই বক্র, পেট মোটা, পা খাট হইয়া থাকে। ইহারা পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও বলবান হয় কিন্তু দেখিতে সুশ্রী কি বেশী উচ্চ হয়না। যাহ'র চর্ম্ম অতিশয় ঢিলা ও মোটা, গণ্ডারের চামড়ার ন্যায় দৃঢ়, ও গায়ে সিমুলের কাঁটার ন্যায় কাঁটা কাঁটা চিহ্ন তাহাকে গীড় থালী হাতী বলে।

এইরূপ চামড়া বিশিষ্ট হস্তীই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহারাও সহসা দুর্ব্বল হয় না এবং দেখিতে সুশ্রী। ইহাদিগের পশ্চাদ্ভাগের চামড়া স্তরে স্তরে সজ্জিত। গমন কালে চামড়াগুলি থল থল করিয়া নড়িয়া থাকে। এইরূপ হস্তী অতিশয় বৃহৎ আকারের হয়। কোন কোন হস্তীর চামড়া রসুনের ছালের মত পাতলা শরীরে লগ্ন। কোন স্থানের চামড়া কুঞ্চিত কিম্বা ঢিল দেখা যায় না, তাহাদিগকে পাতলা চামড়া বা পাতলা থালের হাতী বলে। ইহারা নিতান্ত নিকৃষ্ট। অল্প মাত্র পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিছুতেই মোটা হয় না। এক দিবস আহারাদির ত্রুটী হইলেই, প্রায় চলৎ শক্তি বিহীন হইয়া পড়ে। একবার দুর্ব্বল হইলে, সহসা সবল হইতে পারে না। সাধারণতঃ যে সকল হস্তীর চামড়া মোটা ও ঢিলা, বলবান, স্কন্ধদেশ অতিশয় মোটা এবং ঘাড় খাট, সেই সকল হাতীই উত্তম। ও সর্ব্ব কার্য্যে উপযুক্ত।

হস্তী ক্রয় বিক্রয়।

হস্তী ক্রয় করিতে হইলে, প্রথমতঃ কোন দুষ্টামী আছে কি না, দেখিতে সুশ্রী কিনা, এবং বয়স ও কোন প্রকার অবয়বের বৈলক্ষণ্য আছে কি না, চক্ষু অন্ধ কিম্বা পদ ভগ্ন ইত্যাদি কোন অঙ্গ ভঙ্গ আছে কি না, বিশেষরূপ দেখিয়া ক্রয় করা উচিত। হস্তীর পায়ের নখ সম্পূর্ণ, (অর্থাৎ ১৮টা) আছে কি না, দেখা আবশ্যক। তালু ও জিহ্বা গোলাপী কি লাল রঙ্গের হইলে তাহাই সুলক্ষণ। উহা দেখিতে হইলে, উহার শুঁড় উর্দ্ধদিকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেই মুখ 'হা' হইয়া যায়, তাহা হইলে সহজেই তালু ও জিহ্বা দৃষ্ট হয়। যদি সহজে শুণ্ড না উঠায়, তাহা হইলে কোনরূপ খাদ্য দ্রব্য দ্বারা প্রলোভন দেখাইয়া শুঁড় উর্দ্ধে উঠাইয়া 'হা' করাইবার চেষ্টা করিতে হয়। নব্য ধৃত হস্তীর জিহ্বাও এইরূপ বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখিতে হয়। অসতর্ক অবস্থায় দেখিতে চেষ্টা করিলে প্রাণ নষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে। হস্তী ক্রয় করিতে হইবে বলিয়াই ১০০০্ টাকা মূল্যের হস্তী ৫০০০্ টাকায় লওয়া উচিত নহে। যে স্থানে হস্তী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া ক্রয় করা উচিত। দোষযুক্ত হস্তী অতি সুলভ মূল্যে পাইলেও তাহা ক্রয় করা উচিত নহে।

হস্তীর মূল্য নির্দ্ধারণ।

রেঙ্গুণ ও শ্যাম দেশে, মধ্যম হস্তিনীর মূল্য পাঁচ শত হইতে হাজার বার শত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। নর হস্তী ৭।৮ ফিট উচ্চ ও সুশ্রী, গুণানুযায়ী এক হাজার বা দেড় হাজার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ৮ ফিটের উপর ১০।১১ ফিট উচ্চ হস্তী, দেড় হাজার হইতে তিন হাজার মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু রেঙ্গুণ হইতে হস্তী আনিতে হইলে বিশেষ কষ্ট ও ব্যয় বাহুল্য। বহু দূর ও

দুর্গম পথ বিধায় ৭।৮ মাসের কমে এদেশে আসিতে পারে না। ৩।৪ শত নদী ও সমুদ্রের শাখা (ক্ষুদ্র উপসাগর) লঙ্ঘন করিয়া আসিতে হয়। কেহ কেহ ষ্টিমার যোগে আনাইয়া থাকে, তাহাতেও অধিক ব্যয় পড়ে। প্রত্যেক হস্তীতে ন্যূনকল্পে সাত আট হাজার এবং বড় হইলে এক হাজার বার শত টাকা খরচ আবশ্যক হয়। সেথান হইতে ২০০০৲ টাকা মূল্যে হস্তী ক্রয় করিয়া আনিলে বঙ্গদেশে উহার মূল্য ৫।৬ হাজার টাকা হইয়া থাকে। পশ্চিম প্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদ, মহীশূর প্রদেশেই উহার মূল্য ১০।১২ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় বঙ্গদেশের পাহাড়ের হস্তী মধ্যে ৫।৬ ফুট উচ্চ হাতীর মূল্য ৩০০৲ হইতে ৮০০৲ শত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। হরিহর ছত্রের মেলায় এবং পশ্চিমাঞ্চলে ঐ সকল হস্তীর মূল্য ১৫।১৬ শত টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। বঙ্গদেশের মধ্যবর্ত্তী হস্তীর মূল্য ১৫০০৲ টাকা হইতে আড়াইহাজার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে ঐ আকারের হস্তীর মূল্য পাঁচ ছয় হাজার পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। বৃহৎ গুণ্ডা হস্তী ৯।১০ ফুট কিম্বা ততোধিক উচ্চ হইলে, দুই হাজার হইতে ৪।৫ হাজার পর্য্যন্তও হইতে পারে। এইরূপ হস্তী পশ্চিমাঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিশ হাজার মূল্য হওয়াও অসম্ভব নহে।

এক বৎসর গারোহিলে গবর্ণমেণ্ট খেদায় এমন একটী বৃহৎ হস্তী ধৃত হইয়াছিল যে, কোন এক সওদাগর ২২ শত টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া হায়দ্রাবাদের নিজামের নিকট ষোল হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল। গারো হিলে গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রতি বৎসর খেদা হওয়ায়, তথায় আজকাল হস্তীর মূল্য অতি সুলভ হইয়াছে। ৭। ৮ শত টাকা হইলে মাঝারি রকমের একটী উপযুক্তরূপ হস্তী পাওয়া যাইতে পারে। দেড় হাজার, দুই হাজার টাকায় বৃহৎ ও অত্যুৎকৃষ্ট হস্তী পাওয়া যায়। অধিক বয়স বা কোনরূপ দোষ থাকিলে ২।৩ শত, এমন কি ৫০।৬০৲ টাকা মূল্যেও পাওয়া গিয়া থাকে। আফ্রিকার হস্তীর মূল্য দেড় হাজার, দুই হাজার এবং বড় হইলে ৩।৪ হাজার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আফ্রিকার হাতী জাহাজে এবং রেল গাড়ী ভিন্ন আনিবার অন্য কোনও উপায় নাই। সুতরাং তাহাতে ব্যয় বিস্তর হইয়া থাকে। তজ্জন্য এদেশে আফ্রিকার হাতীর আমদানি নাই। কতিপয়

বৎসর পূর্ব্বে, গবর্ণমেণ্ট খেদার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জি, পি, সেণ্ডারসন্ সাহেব আফ্রিকা হইতে ৭।৮ ফুট উচ্চ এক জোড়া হাতী আনাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ৩।৪হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। ঐ হস্তী দুইটিকে কুত্রাপি বিক্রয় করিতে না পারিয়া, ৩০০০০৲ হাজার টাকা মূল্যে বলরামপুরের মহারাজার নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বলরামপুর ভিন্ন আফ্রিকার হস্তী আর কোথাও দেখা যায় না। গুজরাটী হস্তীর মূল্য তত অধিক হয় না। উহা কর্ম্মোপযুক্ত নহে বলিয়া সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলকথা, সুশ্রী ও কুশ্রী দোষগুণের তারতম্যানুসারে হস্তীর মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কুশ্রী এবং দোষ যুক্ত দ্বিগুণ বড় হস্তীর মূল্য অপেক্ষা, একটী গুণবান ছোট হস্তী মূল্য অধিক হইয়া থাকে।

হস্তী আরোহণের সুবিধা।

দূরপথে যাইতে হইলে, হাতীতে গদি কসিয়া চড়িয়া যাওয়াই সুবিধাজনক। উক্ত গদির উপর চারজমা কসিয়া চড়িলে আরও বিশেষ সচ্ছন্দতার সহিত যাওয়া যায় এবং পড়িবারও কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু চারজামার রসি অত্যন্ত কসা থাকে বলিয়া, হস্তী অল্প সময়ের মধ্যে কাতর হইয়া পড়ে। সর্ব্বদা সাধারণ সোয়ারির নিমিত্ত চারজমা ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা হস্তীতে চড়িতে ভয় করেন, তাঁহারাই চারজামা কসিয়া থাকেন। যে দেশে অধিক পরিমাণ হস্তীর ব্যবহার আছে, তদ্দেশীয় লোকেরা গদির উপর আরোহণ করিতে সুবিধাজনক বোধ করে। ইহা ব্যতীত, হিংস্র জন্তু শীকারাদির জন্য হাওদা ব্যবহার হয়। ইহাতে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিরাপদে শীকার করা যায়। কিন্তু হাওদা অত্যন্ত ভার বলিয়া তাহা হস্তী অধিকক্ষণ বহিতে সক্ষম হয় না।

অকারণে হস্তীকে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত হাওদা ব্যবহার করাইলে অত্যন্ত

ক্লেশ প্রাপ্ত হয়।" এমন কি দৃঢ় রশার কসনে উহার বক্ষস্থল ফুলিয়া উঠে। কখন কখন রক্তও বাহির হয়। ঘা পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। হাওদাতে চড়িয়া কোনরূপ আরাম পাওয়া যায় না। কারণ বেশী উচ্চ বলিয়া শরীরে অধিক পরিমাণে ঝাঁকি লাগে। এই সকল কারণেই অভিজ্ঞ শীকারীরা হস্তীতে কেবল মাত্র গদি কসিয়া, হাওদা, গাড়ী কিম্বা অন্য সংযোগ দ্বারা শীকার স্থলে লইয়া যাইয়া আবশ্যক মত তথায় কসিয়া লয় এবং শীকার সমাধা হইলে হাওদা খুলিয়া ফেলেন। হাওদা কসিতে হইলে, হাতীর বক্ষঃস্থলে পুরু চাম্‌ড়া দিয়া উহার উপরে রশা কসান উচিত। ইহাতে সহজে বক্ষঃস্থলের ছাল যাইতে পারে না এবং কতকাংশ যাতনার লাঘব হয়। হাতী নানারূপ গুরুভার বহন করে, তজ্জন্য গদির নীচে গাদলা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যেমন ঘোড়ার পৃষ্ঠে আঘাত না লাগার জন্য মইলখোর অথবা জিনপোষ ব্যবহার করে, তদ্রূপ হাতীর পৃষ্ঠে আঘাত না লাগার জন্য গদির নীচে ব্যবহারার্থ ৪।৫ পরদা জমাট অথবা সাধারণ মোটা কম্বল কিম্বা থারুয়া দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তোষকের ন্যায় প্রস্তুত করিতে হয়। গাদলা, হাতীর এবং তাহার গদির পরিমানুযায়ী প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ গাদলা, ৫।৬ফুট লম্বা ৪।৪॥ফুট প্রস্থ এবং ২ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু হইলেই হইতে পারে। গদীর নীচে ব্যবহার করা উচিত এবং রশার দ্বারা লেজের নীচে ক্ষত না হয়, তজ্জন্য লোহার কি পিতলে "ছুম্‌চি" ব্যবহার করিলে ভাল হয়। নিতান্ত পক্ষে কোষ্টার "ছুম্‌চি" প্রস্তুত করিয়া দিলেও হইতে পারে। পশ্চিম প্রদেশের রাজারা হাতীর উপর আম্বরী কসিয়া থাকেন। উহা প্রায় হাওদার ন্যায়; কেবল উপরে বৃষ্টি রৌদ্রাদি নিবারণ জন্য কাপড়ের ছাদ থাকে। ঐ আম্বরী বহু মূল্যবান। উহা নানাপ্রকার কারু কার্য্যাদি করিয়া সুন্দররূপে প্রস্তুত করান হয়।

হস্তীতে আরোহণ প্রণালী।

হস্তীকে প্রথমতঃ বসাইয়া, ত্রস্তভাবে হস্তীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে রশা ধরিয়া উপরে আরোহণ করা কর্ত্তব্য। উচ্চ হস্তীতে হাওদা কি চারজামা কসা হইলে, তাহাতে কাঠের শিঁড়ি দ্বারা চড়িতে হয়। কিম্বা অন্য হাতীতে উঠিয়া, হাওদার হস্তীকে একত্রে নিকটস্থ করতঃ সহজেই উঠা যাইতে পারে। হাতীর উপর বসিবার সময় পিঠাপিঠী হইয়া রশা ধরিয়া সাবধানে বসিতে হয়। যেন হাতী কোনরূপ দুষ্টামি করিলেও সহসা পড়িতে না হয়। কোন কোন হস্তী, আরোহী পড়িবা মাত্র পদাঘাত করে। এই জন্য লোকে বলে "আটে পিঠে দড়, তবে হাতী ঘোড়ায় চড়"। হাতীতে বসিয়া একবার স্থান পরিবর্ত্তন করিলে,সেই আরোহীর পক্ষে তৎপর হাতীতে বসিয়া থাকা অতি কষ্টকর হইয়া থাকে। এই জন্য প্রকাশ যে, হাতীতে চড়িয়া বসিলে নড়িতে হয়। স্থির হইয়া সাবধানতার সহিত বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য। মাহুতেরা হস্তীর শুঁড় এবং চারি পা দিয়া অনায়াসে হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে পারে। উহা কেবল অভ্যাসের কার্য্য। কিন্তু ভদ্রলোকের পক্ষে অবিধেয়। সুশিক্ষিত মাহুতেরা ৫।৭ হাত দূর হইতে এক হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে অন্য পৃষ্ঠে অনায়াসে লাফাইয়া যাইতে পারে।

হস্তী সম্বন্ধে দুইটী গল্প।

অনেকে বলেন, হস্তীর মুক্ত মস্তকে থাকে। এ সম্বন্ধে একটী উপকথাও আছে। একদা হস্তীর সহিত সামুদ্রিক ইঁচামাছের বিবাদ হইয়াছিল; সেই বিবাদে হস্তী বলিয়াছিল যে, ইঁচা! এক পদাঘাতে তোর মলভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দিব। ইঁচামাছ তাহা শুনিয়া, মলভাণ্ডকে আপন মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক

আস্ফালন করিয়া বলিল, আচ্ছা আয়, আমি স্ব মস্তকের করাত দ্বারা তোর মুষ্ক দ্বিখণ্ড করিয়া দিতেছি। তখন হস্তীও আপন মুষ্ক মস্তকে রাখিয়া, ইঁচার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। তদবধি হস্তীর মুষ্ক ও ইঁচামাছের মলভাণ্ড মস্তকেই আছে। এ প্রস্তাবটী নিতান্ত অমূলক রহস্যজনক। অন্যান্য পশুগণের যে স্থানে মুষ্ক থাকে হস্তীরও ঠিক সেই স্থানে আছে। চর্ম্মের নীচে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্বকর্ত্তা যে জন্তুর যে স্থানে যে অবয়ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ব্যতিক্রম করা জীবক্ষমতার সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহাও প্রবাদ যে, হস্তী কত বেল খাইয়া যে মল ত্যাগ করে, সেই মল মধ্যে, সার শূন্য (ভিতরে ফোঁপা) ঐ কত বেল পুনঃ বাহির হয়। তাহাও ভ্রান্তিমূলক। যে হেতু হস্তী কোন পদার্থই ভক্ষণ করুক না কেন, তাহা ভালরূপে চিবাই ভক্ষণ করে। সুতরাং অখণ্ডিত কত বেল সার শূন্য হইয়া কখনই বাহির হইতে পারে না।

হস্তীর আরোহী নির্ণয়।

যে ব্যক্তি বলবান, সাহসী, এবং পরিশ্রমী; তিনিই হস্তীর উপযুক্ত আরোহী। নূতন, অনভিজ্ঞ, দুর্ব্বল বা রুগ্ন মনুষ্য হস্তীতে উঠিলে, তাহার সচ্ছন্দতা হওয়া দূরে থাকুক, আরও বিশেষ কষ্টের কারণ হয়। এমন কি শরীর ও কোমরের বেদনা হইয়া জ্বর হইতে পারে। যাঁহারা শীকারী এবং সর্ব্বদা হস্তী ও ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ান অভ্যাস, তাহারা একাদিক্রমে একমাস পর্য্যন্ত হস্তী পৃষ্ঠে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেও কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভূত হয় না। বরং অন্য যান অপেক্ষা হস্তীই তাঁহাদের বিশেষ পছন্দনীয় এবং আরামদায়ক। অতি স্থূলকায় ব্যক্তির হস্তী ভিন্ন অন্য বাহনে আরোহণ করা কষ্টকর। সুতরাং তাহারা বাধ্য হইয়া হস্তীতে চড়ে। কিন্তু অতি কষ্টের সহিত বসিয়া থাকে। যাহারা হাতী দেখিলেই কিম্বা হাতীতে চড়িলেই ভীত হয়,

এরূপ ব্যক্তির কদাপিও হাতীতে উঠা উচিত নহে। একজন ভীত ব্যক্তি হস্তী হইতে পড়িলে, হাতীর অপর আরোহীগণকে সহ ভূতলশায়ী না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। হস্তী দ্রুতবেগে দৌড়িলে বা দুষ্টামি করিলে, পরিপক্ক আরোহীরা কিছুতেই ভীত বা ভূমিস্যাৎ হইবে না। পরিপক্ক শীকারীদের এরূপ ক্ষমতা আছে যে, শীকারের পশ্চাৎ হস্তী প্রাণপণে ধাবমান হইতেছে, হস্তীর কোন স্থান না ধরিয়া দুইহাতে বন্দুক লইয়া, লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া মারিতে পারেন। বিনাবলম্বনে বসিয়া থাকিলেও কখনও ভূমিস্যাৎ হইবে না। অজ্ঞ লোক হাতীতে উঠা মাত্রই কিম্বা বসিলেই অকারণে ভূতলে পড়িতে পারে।

হস্তী আরোহণের দোষ গুণ এবং আবশ্যকতা।

কোন স্থানে যাতায়াত এবং যুদ্ধের জন্য হস্তীর বিশেষ আবশ্যক। হস্তী দ্বারা শীকারাদির কার্য্য যেরূপ নির্ভয়ে সম্পাদিত হয়, এরূপ অন্য কোন বাহনের দ্বারা হয় না। হস্তী যানে জল, জঙ্গল, কর্দ্দম, কণ্টক, হিংস্র জন্তু কিম্বা ঝড়, বৃষ্টির কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই। অন্ধকার রাত্রে যেখানে শতলোক একত্র হইয়া যাইতে পারে না, সেখানে একটী হস্তীর সাহায্যে অনায়াসেই যাওয়া যাইতে পারে। একত্রে ৫।৭ জন লোকও বাক্যালাপ করতঃ চতুর্দ্দিক স্বাধীনভাবে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, হস্তীর পৃষ্ঠে গমনাগমন করা যায়। হস্তী আরোহীরা হস্তী ভিন্ন অন্য কোনরূপ যান পছন্দ করে না।

হস্তী শান্ত স্বভাবে সুশিক্ষিত হইলে, কোন আশঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু হস্তী অশান্ত ও অশিক্ষিত হইলে আরোহীর প্রাণ পর্য্যন্তও নাশ করিতে পারে। দুষ্ট বা খুনীরা হস্তীতে কদাচ আরোহণ করা বিধেয় নহে। হস্তীতে অবশ্য রৌদ্র বৃষ্টির আশঙ্কা আছে, কিন্তু বৃহৎ ছত্র ইত্যাদি কোনরূপ সুবিধা করিয়া লইলে বিশেষ কষ্টের কারণ হয় না। এতদাভাবে যাঁহারা

রৌদ্র, বৃষ্টি সহ্য করিতে সক্ষম, তাহাদিগেরই হস্তীতে আরোহণ করা সুখকর।

দেশ ভেদে হস্তীর আবশ্যকতা এবং তাহার আদর ও ব্যবহার।

ব্রহ্মদেশে হস্তী দ্বারা হলবহণ কার্য্য করে এবং পাহাড় হইতে বৃহৎ বৃহৎ কাঠ বাহির করাইয়া লয়। আরোহণ ও শীকারাদিতে হস্তী ব্যবহার হয়। ঐ দেশে গো মহিষের ন্যায় প্রায় সাধারণ গৃহস্থেরও ২।৫টী হাতী আছে। পার্ব্বতীয় প্রদেশে হস্তী ব্যতীত অন্য কোন যান ব্যবহারের সুবিধা নাই বলিয়া হস্তীর বিশেষ দরকার ও আদর। কাছাড়, ভূটান, আসাম প্রভৃতি স্থানেও হস্তীর বিশেষ আদর। আসাম ভিন্ন, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, পূর্ণিয়া, উত্তর ও পূর্ব্ব ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে হস্তীর আবশ্যকতা অধিক দেখা যায়। যে যে স্থানে নদীর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, তথায় নৌকা ব্যবহার হয় না। শীকারে শীকারিদিগের নিকট হস্তী বিশেষ আদরনীয় ও প্রয়োজনীয়। পশ্চিমে রাজাদের নিকট হাতীর যথেষ্ট আদর। প্রতিরাজধানীতেই ১০।২০।৫০।১০০ পর্য্যন্ত হস্তী আছে। হাতী বাড়ীর শোভাবর্দ্ধক এবং লক্ষ্মীর চিহ্ন স্বরূপ। ভাগ্যবান ব্যক্তির বাটী ভিন্ন হতভাগা লোকের বাটীতে কখন থাকে না। পাঁচটী হাতী একস্থানে দাঁড়াইলে, সে স্থানের অতি উত্তম শোভা হয়। তন্মধ্যে দন্তাল হস্তীর শোভা আরও অধিক। যে রাজধানীর সম্মুখে হাতী নাই, তাহা রাজবাটীর যোগ্য নহে। হস্তী পৃষ্ঠে নানাপ্রকার কারুকার্য্য বিনির্ম্মিত বহু মূল্য বসনাদি দ্বারা পরিপাটীরূপে সাজাইয়া কোন আড়ম্বরাদির সঙ্গে বাহির করিলে, সকলের উপর হাতীর সৌন্দর্য্যতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। হাতী মহাকুৎসিৎ হইলেও অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়।

পৃথিবীতে হাতীর তুল্য কোন্ প্রাণী বড় আছে? একটী হাতী থাকিলে দশ খানা গাড়ী বা নৌকার কাজ অনায়াসে চলিতে পারে। কলিকাতা, মুর-সিদাবাদ, রাজসাহী, নদীয়া প্রভৃতি কতগুলি স্থানে হাতীর ব্যবহার কিছু কম। এ সকল প্রদেশে হস্তীর আহারীয় দ্রব্যাদি যোগান বড় কঠিন, তৎ-প্রদেশীয় ব্যক্তিরা হস্তীর আবশ্যকতাও ততদূর মনে করে না। যদিও কোন কোন স্থানে ২। ৪টী হাতী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা প্রায় অনাহারে ও অযত্নে অস্থিচর্ম্ম সার হওতঃ মৃত প্রায় হইয়া থাকে। যে স্থানে যে দ্রব্যের অধিক প্রয়োজন, সে স্থলে তাহার আদর এবং যত্ন অধিক, একথা বলা বাহুল্য।

পালীত হস্তীর বাসস্থান।

হস্তীর পীলখনা সাধারণের দর্শন ও শোভা বর্দ্ধনের জন্য প্রকাশ্য স্থানে হওয়া উচিত। বিশেষতঃ নিজের সম্মুখে থাকায় হস্তীর যথোচিত তত্বাবধান ও যত্ন করা যাইতে পারে। নচেৎ চক্ষের অন্তরালে কেবল মাহুতের তত্বার-ধানে রাখিলে, সে সকল হস্তী অনশনে প্রায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। হস্তীর পীলখানা উত্তরদ্বারী হওয়া কর্ত্তব্য। হস্তীগুলি উত্তর মুখ করিয়া বাঁধা হইলে সূর্য্যের রশ্মি আসিয়া হাতীর চক্ষে লাগিয়া কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না। হস্তীর পক্ষে রৌদ্র বড়ই অসহনীয় ক্লেশদায়ক। হস্তীকে সর্ব্বদা শীতলস্থানে রাখা কর্ত্তব্য। বড় বৃক্ষের নীচে, সুবিধাজনক স্থান হইলে, হস্তীর বাসস্থান করা যাইতে পারে। অনেক হস্তীপ্রিয় ও সৌখিন ধনাধ্যক্ষেরা পীলখানায় বড়ঘর কিম্বা দালান দিয়া মেজে পাকা করিয়া সান বাঁধিয়া দেয়। কেহ বা কাঁচা স্থানে কাঠের পুরু তক্তা বসাইয়া দেয়। হস্তী তদুপরি পা রাখিয়া বিশেষ আরামের সহিত থাকে। কাঁচা স্থানে হাতী রাখিলে, সে স্থানে মল মূত্র জনিত কাদা হইয়া, হস্তীর পায়ে ঘা

এবং অন্যান্য ব্যায়ারাম সৃষ্টি করায়। কাঁচাস্থানে কাদা হওয়া মাত্র, স্থানান্তরিত করিয়া নূতনস্থানে বাঁধা কর্ত্তব্য। এই স্থানে গোঁজা, কণ্টক, ইট, ঝামাদি না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। হস্তী তাহাতে শুইলে যেন গাত্রে কোনরূপ আঘাত না লাগে। তজ্জন্য ঐ স্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত। কোন হস্তী পীড়িত হইলে, তাহার শরীরে রৌদ্র এবং বৃষ্টির জল পতিত না হয়, এনিমিত্ত উহার উপর ঘর তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যে হস্তী জঙ্গলে এরূপ পাকাস্থান ও ঘর কোথায় পায়? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা জঙ্গলে স্বাধীনভাবে, নানাস্থানে নানারূপ ঔষধীয় গুল্মাদি ভক্ষণ করিয়া, ঈশ্বরানুগ্রহে নিরোগী হইয়া মনের স্ফূর্ত্তির সহিত স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া থাকে ও আপনাদিগের সচ্ছন্দতাজনক নিরাপদ স্থান আপনারাই সন্ধান করিয়া লয়। এক পীলখানায় ২।৪টী বা, বহু হস্তী বান্ধিতে হইলে, পরস্পর কেহ কাহাকে মারিতে না পারে এবং একে অন্যের আহারীয় 'চারা' লইতে না পারে, এরূপভাবে অর্থাৎ ৭।৮ হাত অন্তর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বান্ধিতে হয়। এরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বান্ধিলে, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যতা দেখায়।

হস্তীর সাহায্যে নানাপ্রকার হিংস্রজন্তু শিকার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

গণ্ডার, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু শিকার করিতে হইলে, হস্তী অপেক্ষা কোন বাহনই প্রশস্থ ও নিরাপদ নহে। যদিও কোন কোন দেশে কোন কোন শিকারী পদব্রজে কিম্বা ঘোটকাদির সাহায্যে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুও শিকার করেন, তাহা যে নিতান্ত বিপদজনক, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই জন্যই ইংরেজগণ এবং পশ্চিমপ্রদেশস্থ উষ্ণশোণিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা

সৰ্ব্বদাই এইরূপ অসমসাহসীক শিকারে প্রবৃত্ত হইয়া, থাকেন। যদিও বাঙ্গালীরা ভীরুস্বভাব, কিন্তু তাহাদিগের হিতাহিত বিবেচনা থাকায় শিকারে বিপদগ্রস্ত হইতে প্রায় শুনা যায় না। হিংস্র জন্তু শিকার করাকে সহজ কাজ বলিয়া মনে করা উচিত নহে। ইহাতে সর্ব্বদাই বিপদ এবং প্রাণহানীর আশঙ্কা। জঙ্গলে নানারূপ সর্প, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি দংশন এবং বনজ বিষাক্ত উদ্ভিদের দ্বারা অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। ব্যাঘ্র শিকার অতি ভয়াবহ কার্য্য, ব্যাঘ্র আক্রমিত হইলে, হস্তী ও মাহুতকে, এমন কি হাওদাস্থিত শিকারীকে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করে না। এই সময়ে শিকারী ভীত ও অধৈর্য্য না হইয়া সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, উহাকে নিরস্ত বা দমন করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। অধীর হইলে, উহা কর্ত্তৃক প্রাণ সংশয় আশ্চর্য্য নহে। ভীত, দুর্ব্বল, অনভিজ্ঞ এবং যাহারা ক্লেশসহিষ্ণু নহে, এরূপ লোকের শিকার করিতে কিম্বা শিকার দেখিতে যাওয়া নিতান্ত অন্যায়। যেহেতু কোনপ্রকার হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিলে, ভীত ও জ্ঞান শূন্য হইয়া রক্ষার উপায় ভুলিয়া গেলে, হস্তী হইতে ভূতলে পড়িয়া যায়। তখন শিকারীর শিকার করা দূরে থাকুক, অজ্ঞ দর্শকের জীবন রক্ষার জন্যই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। ব্যাঘ্র শিকার করিতে হইলে, হস্তীতে হাওদা কসিয়া তদুপরি যাওয়াই সঙ্গত। হাওদা থাকিলে বিপদাশঙ্কা অনেক পরিমাণে কম এবং দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া, সুবিধার সহিত বন্দুক চালনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। শিকারের সময় ব্যাঘ্রের লক্ষ্য মাহুতের প্রতি নাথাকিয়া প্রায়শই শিকারীর প্রতি থাকে। বড় বড় ব্যাঘ্র, এইরূপে শিকারীর সম্মুখে পড়িয়া মাহুতকে অতিক্রম পূর্ব্বক শিকারীকে আক্রমণ করিয়া থাকে। শিকার করিবার সময় অগ্র পশ্চাৎদ্রিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যেহেতু অনেক শিকারী এইরূপ অনাবধানতা বশতঃ সম্মুখবর্ত্তী অনেক প্রাণীর প্রাণ হনন করিয়া থাকে। এই সময় বন্দুকে গুলী পূর্ণ করিয়া ঘোঁড়া উঠাইয়া, সর্ব্বদা শিকারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। কিন্তু অন্যবধানতা বশতঃ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বন্দুক আওয়াজ হইলে, কোন অনিষ্ট না ঘটে; এজন্য বন্দুকের নল সতর্কভাবে উর্দ্ধমুখে রাখা কর্ত্তব্য। যাঁহারা শিকারকার্য্যে বিশেষ পটু, তাহারা যেরূপেই হউক, শিকারের পশ্চাৎ

পশ্চাৎ হস্তীকে ধাবমান করাইয়া, ঐ অবস্থায় অনায়াসেই লক্ষ্য করিয়া শিকার করিতে সমর্থ হয়। সর্ব্বদা হস্তীর উপর থাকিয়া শিকার করায়, তাঁহারা এরূপ পরিপক্ক ও পারদর্শী হয় যে, তাঁহাদের দুইহাত বন্দুক রক্ষণে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বিনাবলম্বনে হস্তীতে বসিয়া, জল, জঙ্গল, উচ্চ, নিম্ন, সকল স্থানেই সমভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে এবং স্ফূর্ত্তির সহিত শিকার করিতে ক্ষমবান হয়। যাঁহাদিগের লক্ষ্য অব্যর্থ, তাঁহারা ২। ৩ শত গজ দূরস্থিত শিকার বেগে ধাবমান অবস্থায় এবং শূন্যে পক্ষী উড়িয়া যাইবার সময় ও অবলীলাক্রমে শিকার করিতে পারেন। তাঁহাদিগের লক্ষ্য ব্যর্থ হইতে দেখা যায় না। অনেকে ১০। ৫টী বক এবং ঘুঘু পক্ষী শিকার করিয়াই আত্মগর্ব্বে পথ দেখিতে পান না। মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহারা একবার জঙ্গলে প্রবেশ করিলে বন্য হিংস্র জন্তুর প্রাণরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। ইহা তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রম। পক্ষী একভাবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, সহজেই বন্দুক দ্বারা মারা যাইতে পারে। কিন্তু জঙ্গলী হিংস্র জন্তুগণকে প্রায়ই স্থিরভাবে থাকিতে দেখা যায় না। হস্তীর সারা পাইবা মাত্র নক্ষত্র বেগে ধাবমান হইতে থাকে। এক মুহূর্ত্ত সময় মধ্যে চক্ষু দ্বারা নিশান সহি না করিয়া শিক্ষিত শিকারীরা কেবল হস্তের পরিপক্কতাগুণে অনায়াসেই শিকার করিতে পারগ হয়। শিকার করিতে বিশেষ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রয়োজন। কখন কিরূপ করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিবার কোন উপায় নাই। এক কার্য্য অধিককাল করিলে, তাহাতে অধিকার জন্মিয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শিকারের জন্য জঙ্গলের পরিমাণ বিবেচনায় অল্প বা অধিক প্রয়োজন। ছোট জঙ্গল হইলে, ৩। ৪। ৫টী হস্তী হইলেই যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বিস্তৃত জঙ্গল অর্থাৎ বড় নদীর চরস্থ জঙ্গল এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশে শিকার করিতে হইলে, ১৫। ২০, কি জঙ্গলের আধিক্যতা বিবেচনায় ৫০। ৬০টী পর্য্যন্ত হস্তীর প্রয়োজন হইয়া থাকে। ফলকথা, হস্তী যত বেশী থাকে, ততই শিকারের সুবিধা হইবে।

শিকারের নিমিত্ত শিকারী বিশেষরূপ সাহসী ও শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। শিকারের নিমিত্ত শিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যই হস্তীর উপর নির্ভর করে। মাহুতও এইরূপ শিক্ষিত, সাহসী ও শিকারীর কথার বাধ্য হওয়া প্রয়োজন।

মাহুত ভীত কিম্বা অজ্ঞ হইলে, ভাল হস্তী দ্বারাও শিকার করান কঠিন হইয়া উঠে। আজকাল ইংরেজের কৌশল ক্রমে নানাবিধ সুবিধাজনক বন্দুক সৃষ্ট হইয়াছে। এক মিনিট সময় মধ্যে ১০।১৫টী ফায়ারও করা যাইতে পারে। হিংস্র জন্তু শিকারে এই সকল ভাল ভাল বন্দুক ব্যবহার করা আবশ্যক।

গণ্ডার, মহিষ এবং বৃহৎ ব্যাঘ্রাদি শিকার করিতে হইলে, 'রাইফেল' বন্দুক ব্যবহার করা উচিত। কারণ একটী 'রাইফেলের' গুলিতে যে জন্তু যত কাতর হইবে, ৫টী গোল গুলী দ্বারা মারিলেও তত কাতর হইবেক না। এখন ভাল 'কার্ট্রিজ' ব্যবহার যোগ্য বন্দুকের মূল্য ৫০।৬০৲ হইতে ৬।৭৲ শত টাকা। এমন কি, একহাজার, দুইহাজার, বা ততোধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। ১৫০।২০০।৩০০৲ টাকা মূল্যের বন্দুক প্রায়শঃ ব্যবহার হইতে দেখা যায়। শিকার করিবার সময় শিকারের কপালে, স্কন্ধদেশে, বক্ষঃস্থলে, কোমর এবং পশ্চাৎ পদের উরুতে গুলী মারিতে পারিলে, চলৎশক্তি রহিত হইয়া ভূমীশায়ী হয়। কিন্তু এই সকল স্থান ব্যতীত পেট কিম্বা অন্য কোন স্থানে সহস্র গুলী দ্বারা আঘাত করিলেও ভূমীস্যাৎ হইবে না। বরং অধিক ক্রোধপরবশ হইয়া হস্তী ও শীকারীকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া থাকে। এইজন্য পরিপক্ক শিকারীরা, উল্লিখিত মর্ম্মান্তিক স্থলে, গুলী মারিয়া থাকেন এবং উক্তপ্রকার শিকারীর গুলী ব্যর্থ হয় না। নিজেও বিপদগ্রস্থ হয় না। প্রথম ২।৩ গুলীতে ব্যাঘ্রকে বিশেষরূপ ভূমিশায়ী করিতে নাপারিলে, ব্যাঘ্র ক্রোধ পরবশ হইয়া পুনঃ পুনঃ হস্তী প্রতি আক্রমণ করে। এক রশী দূরে হস্তী না যাইতেই জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া হস্তীকে ৩ রশী পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসে। এই সকল অনভিজ্ঞতা হেতুক অনেক সময়ে অনেক শিকারী নিষ্ফল হইয়া প্রত্যাগত হয়। যে সকল ব্যক্তি নিজের প্রাণকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া অবিধেয়। ইহা অত্যন্ত বিপদজনক কার্য্য। কিন্তু হস্তীর সাহায্যে এরূপ শিকার দ্বারা হিংস্র জন্তু সম্ভবতঃ বিনষ্ট না হইলে, পৃথিবীতে হিংস্র জন্তুর হস্ত হইতে প্রাণী মাত্রেরই প্রাণরক্ষা করণ অসম্ভব হইয়া উঠিত।

উপযুক্ত মাহুত নির্ণয় এবং তাহার শিক্ষা প্রণালী।

হস্তী সম্বন্ধে মাহুতের যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত থাকা আবশ্যক। অসাবধান, দুর্ব্বল, ক্রোধী, মূঢ়, চঞ্চলচিত্ত, চলাসন ও অস্থানে আঘাতকারী এবং ভীরু ব্যক্তি মাত্রই মাহুতের অনুপযুক্ত। হস্তী তত্ত্বজ্ঞ দৃঢ়াসন, সতর্ক, নিরালস, ধীর, সাহসী ও পরিশ্রমী বলবান মনুষ্য মাহুতের যোগ্যপাত্র। উপরুক্ত গুণবিশিষ্ট লোক মাহুত নির্ব্বাচন করিলে, হস্তী কোনরূপ বদমাইস বা সহসা কোনরূপ রোগাক্রান্ত হইতে পারে না। অশিক্ষিত মাহুত হইলে, হস্তী কখন মাটি খায়, কখন পীড়িত হয়, এবং কখন তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক ও কিরূপ চালান উচিত, শিকারের সময় কেমন করিয়া চালাইতে হয়, কিছুই করিতে পারে না। শিকারের সময় ভাল মাহুত না হইলে, শিকারের বড়ই অসুবিধা হইয়া থাকে। হস্তীকে নদ নদী পার করাইবার সময় বিশেষরূপ শিক্ষিত মাহুতের দরকার। শিকার কি নদ নদী পার করিবার সময়, হস্তী, মাহুতের অসাবধানতা ও অপটুতা প্রযুক্ত যদি একবার ভয় পাইয়া পশ্চাৎ পদ হয়, তবে সেভাব দূর করা বড় কষ্ট সাধ্য। বিশেষ পটু মাহুতের হস্তে না পড়িলে, হস্তী আজীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এমন কি, কোন কোন হস্তী কিছুতেই সংশোধিত না হইয়া, ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া থাকে। শিকারের সময় হিংস্র জন্তু হস্তীকে আক্রমণ করিতে আসিলে জন্তু বিবেচনায় পশ্চাৎ পদ করান অনুচিত নহে। কিন্তু তাহা হস্তীর ইচ্ছামত না হইয়া, মাহুতের ইচ্ছানুসারে হস্তীর জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পশ্চাৎ পদ করা অকর্ত্তব্য নহে। কারণ অনেক সময় এরূপ বৃহদাকারের ব্যাঘ্রাদি দৃষ্ট হয় যে, বিশেষ সুযোগমত তাহার অগ্রবর্ত্তী হইতে না পারিলে, হস্তী কি মাহুতের জীবন সংশয় হওয়ার সম্ভব। এমতাবস্থায় হস্তীকে আবশ্যক মত অগ্রবর্ত্তী বা পশ্চাৎ পদ করা উচিত। সেইরূপ নদীতে নামাইবার সময়, প্রথমতঃ ফাঁসন বা ফুটের (উপরে শক্ত বালু, নীচে মেদ ও জল থাকে, তাহার উপর হস্তী পা দেওয়া মাত্র, চতুঃপার্শ্বে ১০। ১২ হাত

স্থান ব্যাপিয়া মৃত্তিকা ফাটিয়া উঠে ও অনতিবিলম্বে হস্তী ভূগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়) আছে কি না, ইহা মাহুতের ভালরূপ জানা আবশ্যক। দৈব দুর্ব্বিপাকে হস্তী কখনও মেদে পড়িলে, তৎক্ষণাৎ হস্তীকে বসাইয়া তেড়ে দিয়া স্থানান্তর করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কোন কোন হস্তীকে এরূপ শিক্ষিত দেখা গিয়াছে যে, মেদে পড়িলে, মাহুতের ইঙ্গিত মত বসিয়া (হামাগুড়ি দিয়া) এক দুই রশী স্থান পর্য্যন্ত যাইতে পারে। হামাগুড়ি দিয়া মেদ অতিক্রম করিতে অপারগ হইলে, তাহার নিকট অধিক পরিমাণে কলাগাছ, বাঁশ বা দীর্ঘাকারের বৃক্ষাদি অবলম্বন জন্য ফেলিয়া দিলে, হস্তী তাহাতে ভর দিয়া মেদ লঙ্ঘন করিতে পারে। নদীর জলে সন্তরণ করিয়া পার হইতে কোনরূপ আশঙ্কা নাথাকিলেও, চরের স্থানে স্থানে বালুকারাশী মধ্যে গুপ্ত ফাঁসন (কর্দ্দম) থাকায় বিশেষ আশঙ্কার কারণ সন্দেহ নাই। সুতরাং মাহুতের অভিজ্ঞতা ও সতর্কতা থাকা আবশ্যক। সচরাচর এরূপ ফাঁশনে পতিত হইয়া অনেক হস্তী মারা গিয়া থাকে। শিকারের সময়, মাহুত সর্ব্বদা শিকারীর ইঙ্গিতানুযায়ী হস্তী চালনা ও রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তদন্যথায় শিকারের পক্ষে বড়ই অসুবিধা হওয়া সম্ভাবনা। মাহুত দৃঢ়াসন হইয়া, হস্তীর স্কন্ধে উপবেশন পূর্ব্বক "ডুলটী" (হস্তীর গলায় রশীগুচ্ছই, যাহা অবলম্বনে মাহুত হস্তীর স্কন্ধে বসিয়া থাকে) মধ্যে পদদ্বয় দিয়া, কর্ণের পৃষ্ঠে পদ দ্বয় রক্ষা করিবে। চালানের আবশ্যক হইলে, পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা কাণের পীঠে ঈষৎ ধাক্কা দিলেই চলিতে থাকিবেক। হস্তীকে দাঁড় করান বা পিছে হটান আবশ্যক হইলে, পদদ্বয় "ডুলটী"সহ পশ্চাৎ দিকে জোড়ে সঙ্কুচিত করিলে, হস্তী থামিবে, বা পিছে হটিবে এবং ডাইন ও বামে ঘুরান আবশ্যক হইলে, হস্তী তৎক্ষণাৎ ঘুরিবে। "(অর্থাৎ যেদিকে আবশ্যক, সেইদিকের পা, "ডুলটী"সহ সঙ্কুচিত করিয়া অপরদিকের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা ঘুরিতে ইঙ্গিত করিলেই ঘুরিবে)"।

"ডুলটী"ই মাহুতের প্রধান অবলম্বন। "ডুলটী" অবলম্বনে, হস্তী যত বদমাইসী করুক না কেন, পটু মাহুতকে সহসা কোনক্রমেই ফেলিতে পারিবেক না। মাহুত ইচ্ছা করিলেই "ডুলটী"র উপর পায়ের, ভর রাখিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে। কেহ কেহ ক্যালয়া ব্যবহার করে। (ডুলটী বিশেষ,

ইহার সূতার দ্বারা নির্ম্মাণ হয়)। ইহার মধ্যে এরূপ দুটী লৌহ নির্ম্মিত 'কড়া' থাকে যে, তাহাতে পা দিয়া মাহুত আরামের সহিত হস্তী চালনা করিতে পারে। কিন্তু "ঢুলটা"র ন্যায় ক্যালয়ার ব্যবহার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। হস্তী চালাইবার জন্য মাহুতকে যেযে শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল, যথাঃ—

হস্তী চালানের বোল।		অর্থ।
১। আগেৎ	...	অগ্রবর্ত্তী হইতে কহ।
২। আগেৎ যা	...	আগে চলিয়া যাইতে বলা।
৩। ধাৎ	...	থামিতে কহা।
৪। ধাৎ খাড়া রও	...	একস্থানে দাঁড়াইতে বলা।
৫। ধাৎ পিছে	...	পশ্চাতে যাওয়া কি পিছে হাটিতে কহা।
৬। ধইর্ ছামেট্	...	কোন বস্তু কামড়াইয়া ধরিতে বলা।
৭। ধইর্	...	কোন বস্তু শুঁড় দ্বারা ধরিতে বলা।
৮। ধইর্ উপর	...	উপরের বস্তু ধরিতে বলা।
৯। ধইর্ নীচে	...	নীচের বস্তু ধরিতে বলা।
১০। ধইর্ দাব্	...	কোন বস্তু দাবিয়া ধরিতে বলা।
১১। ধইর্ উঠাও	...	কোন বস্তু ধরিয়া উঠাবার জন্য বলা।
১২। ধইর্ যা	...	কোন বস্তু ধরিয়া লইয়া যাইতে বলা।
১৩। ধইর্ ধাৎ	...	ধরিয়া পিছে যাইতে বলা।
১৪। টৈঘুম	...	ঘুরিয়া আসা কিম্বা পাকঘুরিতে বলা।

হস্তী চালানের বোল।	অর্থ।
১৫। বইঠ্	... বসিতে বলা।
১৬। বইঠ তেড়ে	... কাত হইয়া বসিতে বলা।
১৭। বোল্	... শব্দ করিতে বলা।
১৮। বোল্ শব্দ	... জোরে শব্দ করিতে বলা।
১৯। বোল্ দোশরা	... পুনঃ চীৎকার করিতে বলা।
২০। ছামেট্	... মুখ বন্ধ করিতে বলা; হাই ছাড়, কিম্বা অন্য কোন কারণে মুখ 'হাঁ' করিলে তাহা নিবারণ উক্তি।
২১। ছাম্ বইঠ্	... সোজা হইয়া বসিতে কহা।
২২। ছোপ্	... জল খাইতে বলা।
২৩। ছাম্	... হস্তী পীঠ ঝাড়া দিলে, তাহা নিবারণ করিতে কহা।
২৪। ডাল্	... কোন দ্রব্য ধরিলে তাহা ত্যাগ করিতে বলা।
২৫। মাইল্	... উঠিয়া দাঁড়াইতে কহা।
২৬। মাইল্ পুলবন্দী	... শরীরের ভার শরীরে রাখিয়া, সতর্কতার সহিত পুলের উপর দিয়া যাইতে বলা।
২৭। মাইল্ আস্তে	... নীচ ও উচ্চ স্থানে আস্তে উঠিতে ও নামিতে বলা।

হস্তী চালানের বোল।		অর্থ।
২৮। মাইল্ লেপটী	...	মাটীর সহিত পা ছেচড়াইয়া যাওয়া।
২৯। মার্	...	কোন বস্তু মারিতে বলা।
৩০। মার্ আগেৎ	...	অগ্রসর হইয়া মারিতে বলা।
৩১। মারহাত্	...	শুঁড় দিয়া এদিক্ ও দিক্ মারিতে বলা।
৩২। মার টোক্কর্	...	পায়ের দ্বারা টোক্কর মারিতে বলা।
৩৩। মার দাব্	...	কোন বস্তুকে জাঁতিয়া ধরিতে বলা।
৩৪। মাইল খুঁটী	...	পথিমধ্যে খোঁচা কি গোঁজা থাকিলে উচুট না খায় তজ্জন্য সাবধান হইতে বলা।
৩৫। মাইল ডেগ্	...	খাল ডিঙ্গাইতে বলা।
৩৬। তেরে	...	কাইত হইয়া পড়িতে কহা।
৩৭। তেরে পড়ে রও	...	কাইত হইয়া পড়িয়া থাকিতে কহা।
৩৮। ত্রি, ছি,	...	কোন জিনিস ত্যাগ করিতে বলা।
৩৯। ডেগ্ লম্বী	...	প্রশস্ত খাল লঙ্ঘন করিতে বলা।
৪০। দেলে	...	কোন দ্রব্য উঠাইতে বলা।
৪১। ডুমরাখ	...	লেজ স্থির ভাবে রাখিতে বলা।
৪২। দেলে ছোপ্	...	হস্তীর পিঠে জল দিতে বলা।
৪৩। দেলে ভোঁর্	...	শুঁড় উঠাইয়া রাখিতে বলা।

হস্তী চালানের বোল।	অর্থ।
৪৪। উঠাও	... শুঁড়ে পা দিয়া, উপরে উঠাইতে বলা।

হস্তী চালানের অস্ত্র ও আঘাতের স্থান এবং হাওদা কসার নিয়ম।

১। অঙ্কুশ ও বাঁক ... লৌহ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

২। জাঠা ... সরু বংশ দণ্ডের মাথায় লোহার তীক্ষ্ণ ফলা যোগান থাকে।

৩। কাণাট্ ... ছোট ও হাল্কা এবং অভ্র বিশিষ্ট বংশ দণ্ড।

৪। ছড়্ ... বল্লম।

আঁখুরা ... হস্তী দৌড়াইলে তাহাকে থামানের জন্য ছোট বংশদণ্ডের মাথায় লোহার আঁখুরা "বাঁক" লাগান থাকে।

লোহাট্ ... হস্তী দ্রুতবেগে চালানের জন্য লৌহ কাঁটা বেষ্টিত কাঠের বেল্না।

হস্তী চালানের সময়ে কাণের পীঠে খোঁচা মারিতে হয়। থামানের সময়ে কপালের উপর ঈষৎ আঘাত করিলেই থামে। হস্তী কোনরূপ দুষ্টামি

করিলে কাণের বাহির পীঠে, কুম্ভের সম্মুখে বা উপরে আঘাত করা আবশ্যক। হস্তী চলিতে শৈথিল্য করিলে, পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগে লেজের উপর আঘাত করিলে সম্ভবতঃ অধিকতর দ্রুত চলিয়া থাকে। হস্তী যদি গাত্রে মাটী দেয় বা কোন জিনিস ধরিতে প্রয়াশ পায়, তাহা হইলে শুণ্ডে আঘাত করা আবশ্যক। হাতীর কুম্ভের উপর জোরে প্রহার বা আঘাত করিলে, হাতীর চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। হস্তীর মুখের উপর কদাচ আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে চক্ষুতে আঘাত লাগিয়া সহসা চক্ষু নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। হাতীর পায়েও কোন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা নিতান্ত অন্যায়। কারণ পায়ে মাংসাপেক্ষা অস্থির ভাগ বেশী। অস্থিতে যৎ সামান্য আঘাত করিলেই পা লেংড়া হইয়া থাকে। বিশেষ আবশ্যক হইলে শরীরে এবং পৃষ্ঠের অন্য কোন স্থানে আঘাত না করিয়া পশ্চাদ্ভাগে আঘাত করিলে বিশেষ কোন অনিষ্টের কারণ হয় না। হস্তীর পৃষ্ঠে গদী মজবুত রূপে কসিয়া হস্তীকে বসাইয়া গদীর উপরে হাওদা ও চার্জ্জমা কসিতে হয়। ইহাতে দুইদিক হইতে দুই জন লোক রসা ফিরাইয়া দেওয়া আবশ্যক। রসা অধিক কসা না হয়, তৎ প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ও যে পর্য্যন্ত হাওদা কসা শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত হাতীকে উঠিতে দেওয়া উচিৎ নয়। কসা না হইতে হাতী উঠিয়া দাঁড়াইলে হাওদা তেঁড়া হইতে পারে। এমন কি হাওদা পড়িয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।

ভারতবর্ষের গজমহাল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মতামত।

প্রতি বৎসর একস্থানে গবর্ণমেণ্ট হাতী ধরিতে অনুমতি দেন না। ভূটানে প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ফাঁশী শিকার দ্বারা সাধারণকে অনুমতি

দেওয়া হইয়া থাকে। গারোহিলে পূর্ব্বে ফাঁশী শিকারের অনুমতি ছিল, কিন্তু এক্ষণে তথায় খেদা হওয়ায় সাধারণকে ধরিতে দেয় না। আসাম বিভাগেও কোন কোন বৎসর সাধারণকে ধরিতে অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু প্রায়ই বন্ধ থাকে। কাছাড়ে প্রতি বৎসর ফাঁশী এবং কোট দ্বারা হস্তী শিকার হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট, কাছাড়, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে গবর্ণমেণ্ট হইতেও খেদার অনুমতি দেওয়া হয়। অনেক জমীদারকেও গজমহালে হাতী ধরিবার অনুমতি দেওয়া হইয়া থাকে। স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ তরফ হইতে সাধারণকে কোট করিয়া হাতী ধরিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্টের খেদা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

গবর্ণমেণ্ট হইতে পূর্ব্বে যে খেদা হইত, তখন প্রতি বৎসর ৬০। ৭০টা হাতীর অধিক ধৃত হইত না। কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট খেদার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট জি, পি, সেণ্ডারসন্ সাহেবের বুদ্ধি এবং কৌশলক্রমে প্রতি বৎসর গারো হিলে কোট শিকার দ্বারা ৩। ৪ শত, এমন কি কোন কোন বৎসর ৫০০ শত পর্য্যন্ত হস্তী ধৃত হইতে দেখা গিয়াছে।

ঢাকা পীলখানায় গবর্ণমেণ্টের প্রায় ৩০০ শত হস্তী আছে। ঐ অফিসকে খেদা অফিস বলে। তথায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কমিসরিয়েট অফিস, এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বন্দোবস্তের কিছুই অভাব নাই। ইহারা ডিসেম্বর মাসে ঢাকা হইতে হস্তী ও অফিস সহ গজ মহালের যে কোন মনোনীত স্থানে উপস্থিত হইয়া, জানুয়ারীর প্রথম হইতে খেদা আরম্ভ করে ও চৈত্রমাস পর্য্যন্ত ক্রমাগত সপ্তাহে সপ্তাহে, অন্ততঃ একটা করিয়া কোট হইয়া থাকে। এবং ধৃত হস্তী প্রতি সপ্তাহে নির্দ্ধারিত এক দিবস করিয়া সাধারণ সমক্ষে

নিলাম দ্বারা বিক্রয় হয়। হস্তী ৫০৲ হইতে ৫০০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। ৭।৮ শত টাকা হইলে একটী ৭।৮ ফুটের ভাল হস্তিনী পাওয়া যাইতে পারে। ২০০০৲।২৫০০৲ টাকা মূল্যে ৯।১০ ফুটের ভাল দাঁতাল গুণ্ডা পাওয়া যায়। কিছু অধিক বয়সের বা অঙ্গহীন কিম্বা অন্য কোন দোষ যুক্ত, কিম্বা কুশ্রী হইলে ২০০৲।৩০০৲ টাকার মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ৫।৬ ফুট অল্প বয়সের বাচ্ছা হস্তী সকলেরই, ৭০০৲ শত টাকা হইতে ১০০০৲।১২০০৲ টাকা মূল্য হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, পুর্ণিয়ার সওদাগরেরা বড় হস্তী অল্প মূল্যে পাইলেও উহা না লইয়া অধিক মূল্যে ছোট হস্তী বিশেষ আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া থাকে। ইহার মূল উদ্দেশ্য এই যে, বড় হস্তীকে সায়েস্তা করিতে কুমকীর আবশ্যক। এবং ৩।৪ মাসের কমে সায়েস্তা হয় না। বড় হাতীতে অধিক খরচ পড়ে বলিয়া বড় হস্তী না লইয়া ছোট হাতী লইয়া থাকে। ছোট হাতী অনায়াসে ৮।১০ দিনের মধ্যে সায়েস্তা করিয়া উঠাইতে সক্ষম হয়। ছোট হস্তী সচরাচর সকলেই খরিদ করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট খেদায় পরতলা শিকার দ্বারা প্রতি সন ১০।১৫টী গুণ্ডা ধৃত হইয়া থাকে। ঢাকা পীলখানার ও যাবদীয় খেদা অফিস সম্বন্ধে ব্যয় বার্ষিক ৮০।৯০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি বৎসর গড়ে ৪০০ শত পরিমাণ হস্তী ধৃত হইয়া প্রত্যেকটীর গড়ে ৫০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইলেও প্রতি বৎসর দুই লক্ষ টাকা আয় হওয়ার সম্ভব।

হস্তীর মৃত্যু বৃত্তান্ত।

ঐশ্বরিক নিয়মের বাধ্য হইয়া, স্বাধীন হস্তীগণ প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে, বাস্তব্য পর্ব্বতের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

সবে অপঘাত মৃত্যুতে নানাস্থানে মরাও অসম্ভব নহে। গবর্ণমেণ্ট ইহার অনুসন্ধান পাইয়া মূল্যবান দন্ত ইত্যাদি অন্য কেহ লইতে না পারে, তজ্জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

পালিত হস্তীগণ বাসস্থানে, বা যেস্থানেই হউক মরিলে, মৃত্যুস্থানের পার্শ্বে বৃহত গভীর গর্ত্ত খনন করতঃ অন্ততঃ ১মণ লবণ সেই খালে দিয়া ভালরূপে প্রোথিত করা কর্ত্তব্য। ১ বৎসর পরে ঐ গর্ত্ত হইতে দন্ত ও অস্থি প্রভৃতি বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তদ্দারা অনেকানেক কার্য্য হয়।

হস্তীর চিকিৎসা।

অথঃ গজায়ুর্ব্বেদঃ।

গজায়ুর্ব্বেদমাথাসো উক্তাঃ কল্প গজে হিতাঃ।
গজে চতুর্গুণা মাত্রা তাভির্গজরুগর্দ্দনং ॥
গজোপসর্গ ব্যাধিনাং শমনং শান্তি কর্ম্মচ।
পূজয়িত্বা সুরান্ বিপ্রান্ ব্রাহ্মণে কপিলাং দদেৎ ॥
দন্তিদন্তদ্বয়ে মালাং নিবধ্নীয়া সুপোষিতঃ।
মন্ত্রণং মন্ত্রিতা বৈদ্যোবচাসিদ্ধার্থ কামলে ॥
সূর্য্যাদ্যাঃ শিবদুর্গা শ্রীবিষ্ণুনা রক্ষ সাঙ্গনঃ।
বলিং দদ্যাচ্চ ভূতেভ্যঃ স্নাপয়েচ্চ চতুর্ঘটৈঃ ॥
ভোজনং মন্ত্রিতং দদ্যাৎ ভস্মনোদ্ধনয়েদ্যাজং।
ভূতীরক্ষা শুভামধ্যা বারুণী রক্ষসাং সদা ॥
ত্রিফলাপঞ্চকোলেচ দশমূলং বিরঙ্গকং।
শতাবড়ী গুড়ূচীচ নিম্ববাসক কিংশুকা ॥

গজরোগ বিনাশায় প্রোক্তং কঙ্ক কষায়ক।
আয়ুর্ব্বেদ গজস্থানা মুক্তঃ সংক্ষেপ মারতঃ॥

ইতি গারুড়ে ২০৭ অধ্যায়।

অর্থাৎ, গাড়ুরে ২০৭ অধ্যায়ে কথিত আছে এবং গজের উপসর্গ বা ব্যাধি নাশের শান্তিকর্ম্ম গজায়ুর্ব্বেদেও উক্ত আছে। চতুর্গুণ মাত্রা গজের পুষ্টিকারণ দেব ও বিপ্রগণের অর্চ্চনা এবং ব্রাহ্মণকে কপিলা ধেনু দান করিবেক। গজের কামল রোগে আয়ুর্ব্বেদবিদ্গণ আদিতে সূর্য্য, শিব, দুর্গা, লক্ষী, বিষ্ণু ও রাক্ষসগণের পূজা এবং ভূত ও দৈত্যগণের বলি প্রদান করতঃ আমন্ত্রিত বৈদ্য দ্বারা, বট ও শ্বেত শর্ষপ মিশ্রিত ক্রমে চারি কলস জল দ্বারা হস্তীকে স্নান করাইবেক এবং নিমন্ত্রিত বিপ্রভোজন, আর শিরে ভস্ম লেপন ও বারুণী মদিরা প্রদান করিবেক।

সংক্ষেপতঃ আরও গজ ও অশ্ব রোগ বিনাশ জন্য ত্রিফলা, পঞ্চকোল, দশমূল, বিরঙ্গ, শতাবরী, গুড়চী, নিম্ব, বাসক ও কিংশুক, এই সকল দ্রব্য কষায়ক। ইহার কলঙ্ক দ্বারাও গজরোগ বিনাশ হয়। সংক্ষেপে গজায়ুর্ব্বেদ কথিত হইল।

চক্ষুরোগ।

(ছানি)

কারণ, হাতীর চক্ষু মধ্যে কোনপ্রকার আঘাত লাগিলেই চক্ষে ছানি হইয়া থাকে। হস্তীর কুম্ভে (হাতীর মাথায় যে উচ্চ দুটী স্থান আছে) মাহুত কর্ত্তৃক অঙ্কুশের গুরুতর আঘাতক্রমে অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ গুরুতর আঘাত পাইলেও চক্ষে ছানি সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ

চক্ষের স্নায়ু মস্তিষ্কের সহিত সংযোগ আছে বলিয়া ঐ শিরের কোনস্থানে আঘাত লাগিলেই চক্ষু দিয়া অনবরত জল পড়িতে থাকে। অধিক সময় অতিরিক্ত পরিমাণ জল নির্গত হইলে, সহজে যে চক্ষুতে হানি হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? এইরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই মাহুত কর্ত্তৃক ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য হস্তীপালকগণের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে, কোনরূপ দণ্ড দ্বারা মাহুত কর্ত্তৃক হস্তী মস্তকে কিছুমাত্র আঘাত না লাগে। হাতীর মাথায় অঙ্কুশ বা জাঠা দ্বারা ক্ষত করা হাতীর পক্ষে অধিক ক্ষতিজনক নহে। কিন্তু হস্তীর মস্তকে যষ্টী দ্বারা প্রহার করা বিশেষ অনিষ্টকর। তাহার কারণ এই যে, হাতীর মাথায় খোঁচা দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বাহির হইয়া ঐ ক্ষত স্থান পাকিয়া ঘা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না। দুই চারি দিবস মধ্যে সহজে শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু কোনরূপ দণ্ড দিয়া হাতীর মাথায় যে কোন প্রকার আঘাত করিলে, সেই আঘাত স্থানের রক্ত মরিয়া তথায় আবদ্ধ থাকে; হয়ত, কালে ঐ সকল স্থানে অন্যান্য পীড়া হওয়াও অসম্ভব নহে। এমন কি, হস্তীর মাথায় আঘাত করিলে যে রক্ত দূষিত হয় তাহাতেও চক্ষুরোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। হাতীকে রৌদ্রে কি গরম সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করান, কিম্বা দীর্ঘকাল প্রখর সূর্য্যোত্তাপে রাখা, অথবা রীতিমত স্নান না করান ইত্যাদি অনিয়ম দ্বারা অত্যন্ত রুক্ষ ব্যবহার করিলে চক্ষুরোগ জন্মিবার নিতান্ত সম্ভাবনা।

হস্তীকে অসাময়িক আহারীয় দ্রব্য অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে কি যে কোনও গরম সময় ক্রমাগত অধিক দিন বট ও অশ্বথ বৃক্ষের ডাল ও পত্রাদি গরম চাড়া খাওয়াইলেও চক্ষে হানি হইয়া থাকে।

ভারতের পশ্চিম প্রদেশ গ্রীষ্ম প্রধান। তথায় হাতীর উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর আহার্য্য দেব ধান্য (উড়িধান) ও কলাগাছ প্রভৃতির অত্যন্ত অভাব বশতঃ বৎসরের অধিকাংশ সময় বৃক্ষের ডাল পাতা রুক্ষ চাড়া খাওয়ায়। সুতরাং পশ্চিম প্রদেশস্থ পালীত হস্তীকে প্রায় অন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বট ও অশ্বথ বৃক্ষের ডালাদি শীতকালে মাঝে মাঝে খাইতে দিলে অবশ্য শীত জনিত ক্লেশ পাইতে হয়না। হাতীর শরীরে যে কোন কারণে অতিরিক্ত রুক্ষ বা গরম হইলে এক প্রকার গরমী ঘা হইয়া থাকে যার বিস্তারিত

বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের স্থানান্তরে লিখিত হইল। ঐ ঘা যেমন সর্ব্বাঙ্গ শরীরে হয় সেইরূপ চক্ষের তারা মধ্যেও হইয়া ছানীর কারণ বা, ছানী হইয়া থাকে। এই ছানী হঠাৎ জন্মে। এমন কি ১০। ১২ ঘণ্টার মধ্যে ভাল হস্তীর চক্ষুতে এইরূপ ছানী হইয়া একবারে চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলে, শেষে হাতী কিছু মাত্র দেখিতে পায় না। এইরূপ হইলে অসাধ্য। তবে বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসা ও যত্ন করিলে শতকরা ৫। ৭ টী আরাম হইতে দেখা যায়।

চক্ষুছানী।

লক্ষণ। চক্ষু হইতে অনবরত জল ঝরিতে থাকে এবং চক্ষু লাল হয় ও মুদ্রিত ভাবে থাকে। ঐ কয়েকটী উপদ্রব চক্ষু ছানীর প্রধান লক্ষণ। এই সময় বিশেষে যত্ন ও চিকিৎসা করিতে না পারিলে, অল্প কাল মধ্যে চক্ষু শ্বেত বর্ণ ছানী দ্বারা আবৃত হইয়া অন্ধ হইয়া যায়। অনেক সময় ইহাও দেখা যায় যে ঐ শ্বেত বর্ণ ছানী মধ্যে ক্রিমির ন্যায় এক প্রকার সূক্ষ্ম চিক্কন অর্দ্ধ অঙ্গুলি পরিমিত সাদা রঙ্গের কীট জন্মিয়া অহঃরহ মাকড়সার ন্যায় স্বোৎপন্ন সূতা দ্বারা জাল প্রস্তুত করিতে থাকে। এবং সেই জাল ক্রমান্বয়ে পরিপূর্ণ হইলে সমস্ত চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। ইহাকেই ছানী বলে।

চক্ষু ছানীর চিকিৎসা।

(উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত।)

নং ৪	কড়ি ভস্ম (কাপড় ছেকা চূর্ণ)	৶০ ছটাক।
	সাদা বোতলের কাপড় ছেকা গুঁড়া	।০ ঐ

শাঁখার গুঁড়া	(ঐরূপ)	।১০	ঐ
সোহাগার খই	(ঐরূপ)	।১০	ঐ
ঝামার চূর্ণ	(ঐরূপ)	।১০	ঐ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ বস্তুর চূর্ণ একত্র করিয়া কোন রকম জল দ্বারা চক্ষে ফুকিয়া দিতে হইবে। ঔষধ ভাল করিয়া কাপড় দ্বারা ছাকিয়া লওয়া উচিত।

সৈন্ধব লবণ	১ তোলা
সোন্দা লবণ	১ তোলা
কর্কচ লবণ	১ তোলা
আদার রস	৷১০ পোয়া
ছোট পিয়াইজের রস	৷১০ পোয়া
আটিয়া কলার ছাল ভস্ম	২ তোলা
নছেন্দর	২ তোলা
সোহাগা	২ তোলা
বিলাতী সাবান	২ তোলা
লোহার গুঁড়া	২ তোলা
কাগজি লেবুর রস	১ দফা

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই এগার পদ ঔষধ চূর্ণ করতঃ কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ঐ কাগজির রসে ফেলিয়া, জলের কলসে পূরিয়া উহার মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। ৭ দিবস পরে ঐ জল বদনায় করিয়া লইয়া প্রাতে ও বৈকালে প্রত্যহ

চক্ষুতে ২ বার দিবে।

(পরীক্ষিত এবং উৎকৃষ্ট।)

রিটা	১ পোয়া
দেশী সাবান	১ পোয়া
ফিটকারী	১ পোয়া
বিষ লঙ্কের গোটা	১ পোয়া
সোহাগা	৷৹ পোয়া
	৫ পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ পদ ঔষধ জলে ভিজাইয়া চক্ষুতে ছোপ দিতে হইবে। অর্থাৎ হাত দিয়া উক্ত ঔষধ সকল ফেনাইয়া লইয়া ঐ ফেনা চক্ষুর মধ্যে দিতে হইবে।

আমরুল	৷৹ পোয়া
আদা	৵৹ এক ছটাক

প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার্য্য

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই দুই পদ ঔষধের নির্জ্জলা রস করিয়া চক্ষুর ভিতর দিতে হইবে।

কাগজী লেবুর রস	৴৹ এক আনা
আফিম্	।৹ এক শিকি
গুড়	১ তোলা

কুঁচিলা	৩টা

এই ৪ পদ

এই ঔষধে চক্ষুর জল করা নিবারণ হয়।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই চারি পদ ঔষধ গব্য ঘৃতে জ্বাল দিয়া লইয়া জুড়াইয়ে চক্ষুর উপরে প্রলেপ দিতে হইবে।

মানের শিকড়	১ তোলা
কাঁজি	১ তোলা
একিয়া	১ তোলা
আদা	১ তোলা
হুঁকার বাসী জল	১ তোলা

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ পদ ঔষধ একত্র বাটিয়া লইয়া চক্ষুর উপরে প্রলেপ দিতে হইবে।

গোলমরিচের চূর্ণ	১ তোলা
কুকুর মাছি	৪ টা
আটিয়া কলার মুরার খার	॥০ তোলা
কাল লবণ	৶০ আনা
শাল কাঠের কয়লার গুঁড়া	।০ এক সিকি

এই পাঁচ পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ পদ ঔষধের কাপড় ছাকা গুড়া নল মধ্যে ভরিয়া ফুঁ দিয়া চক্ষুর ভিতরে দিতে হইবে।

ভিমসেনী কর্পূর	১ তোলা
মধু	১ তোলা

(ছানীর প্রথমাবস্থায় ব্যবহার্য্য।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই দুই পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ মারিয়া পাখীর পাখা দ্বারা চক্ষুর ভিতর দিতে হইবে।

বিলাতী সাবান	১ দফা

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই এক পদ ঔষধ ২।৩ ফোটা জল দ্বারা ফেনাইয়া, সেই ফেনা চক্ষুর ভিতর দিতে হইবে।

চক্ষু ছানীর সুশ্রূষা।

হাতীকে সর্ব্বদা শীতল ভাবে রাখিতে হইবে, এবং কোনরূপ পরিশ্রম করিতে দেওয়া অসঙ্গত। অন্য কোন রোগ উপস্থিত না থাকিলে, প্রত্যহ ৩।৪ বার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বেশী পরিমাণ ভাল জলে নামাইয়া স্নান করাইতে হইবে। রৌদ্রের উত্তাপ যেন তাহার মস্তকে না লাগে। বড় ঘরে কিম্বা সুশীতল বৃক্ষ ছায়ায়, হাতীকে সর্ব্বদা রাখা কর্ত্তব্য। উহার শরীরে বিশেষ মস্তকে ও চক্ষুতে কোনরূপে রৌদ্রের উত্তাপ না লাগে।

হস্তীর শরীরে এবং মস্তকে রৌদ্রের উত্তাপ দ্বারা কোন প্রকার অনিষ্ট জন্মিবে বিবেচনায়, হস্তীশালা উত্তর দ্বারী করিয়া নির্ম্মাণ করার ব্যবস্থা আছে, এবং প্রায়শঃ তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। হাতীকে সর্ব্বদা উত্তর মুখী করিয়া বান্ধা উচিত। তাহাহইলে চক্ষুতে রৌদ্র লাগিতে পারে না। কারণ উত্তর দিক হইতে কখনই দক্ষিণ দিকে রৌদ্রের উত্তাপ যায় না। এ রোগে প্রতি দিন গব্য ঘৃত হস্তীর মস্তকে মাখান কর্ত্তব্য।

চক্ষু ছানীতে পথ্য।

কদলী বৃক্ষ, দেব ধান্য (অর্থাৎ সাধারণতঃ যাহাকে দল ঘাঁস অথবা উড়ী ধান বলে তাহার কাঁচা গাছ,) থোকসার ডাল ও ইক্ষু প্রভৃতি স্নিগ্ধকর বস্তু

চক্ষু ছানীর কুপথ্য।

রুক্ষ ও গরম দায়ক দ্রব্য। যথা সমস্ত বৃক্ষের ডাল চারা, বিশেষ বট ও অশ্বথ বৃক্ষের ডাল এবং আনারসের গাছ, ডুমুরের ডাল ইত্যাদি ব্যবহারে অত্যন্ত অনিষ্ট জন্মায়।

চক্ষুর জল ঝরা।

কারণ। পূর্ব্বোক্ত যে সমস্ত কারণ বশতঃ হস্তীর চক্ষে ছানী জন্মিয়া থাকে, তৎসমস্তই চক্ষুর জল ঝরা রোগের কারণ বলিয়া জানিবে। এই রোগের চিকিৎসা ব্যতীত শুশ্রূষা পথ্যাদি অন্যান্য বিষয়গুলি ঠিক ছানী রোগের শুশ্রূষা পথ্যাদির মত। চিকিৎসার্থ ঔষধের ব্যবস্থা যথা।

কাগজি লেবুর রস	৩ তোলা
নুসকর	১ তোলা
জাওন	১ তোলা

বাল্যার পাত	১ তোলা

এই চারি পদ

ঔধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

মুসব্বর এই কাঁওজি রসে ভিজাইয়া রাখিয়া ৩। ৪ ঘণ্টা পর জাওন এবং বাল্যার পাতা সহ ভালরূপে বাটীয়া লইয়া চক্ষুর উপর প্রলেপ দিবে।

হরিদ্রার কাপড় ছাকা চূর্ণ	১ তোলা
গোলমরিচের কাপড় ছাকা চূর্ণ	১ তোলা
মাখন	১ তোলা

(অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে হাতে ডলিয়া লইয়া চক্ষুতে ঘসিয়া দিতে হইবে

মুষ্টীযোগ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

নিমের পাত সহ জল গরম করিয়া, ঈষৎ গরম থাকিতে হস্তীর কুম্ভের উপর ধারা দিতে হয়। সেই সময়: হাত দ্বারা চক্ষের উপরের শিরাতে অনবরত কচ্‌লাইতে হয়। উৎকৃষ্ট চিক্কন বা আটালী মাটি ভাল করিয়া জল দ্বারা শক্ত রকম দলা করিয়া লইয়া চক্ষের উপরে এবং চতুর্দ্দিকে প্রলেপের ন্যায় ৩। ৪ অঙ্গুলি পুরু করিয়া লাগাইতে হয়। রৌদ্রের সময় এরূপ ৩। ৪ বার দিলে জল ঝারা নিবারণ হইবে।

মাথাগড় ব্যাধি।

কারণ। জন্মাবধি কোন কোন হস্তীর মাথাগড় অর্থাৎ মাথা হেট হইয়া থাকে। এবং হস্তীর শৈশবাবস্থায় বা পূর্ণ বয়স্ক না হওয়া কালে, যদ্যপি মাহুত উহার পৃষ্ঠে না বসিয়া ঠিক ঘাড়ের উপর অনবরত বসে, তাহাহইলে ঐ ভার সহ্য করিতে না পারিয়া মাথা হেট করিয়া চলে। ক্রমে ঐরূপ অধিক দিন চলিতে চলিতে মাথা হেট করিয়া চলাই অভ্যাস হয়।

লক্ষণ। জন্মাবধি যে সকল হস্তীর মাথা হেট্ হইয়া থাকে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যে সমস্ত হাতী মাহুতের দোষে মাথা হেট্ করিয়া চলে, মাহুত স্কন্ধ হইতে সরিয়া গেলেই হস্তী পুনরায় স্বাভাবিক রূপ মস্তকোত্তলন করিয়া থাকে। ফল কথা হস্তীর সাধারণতঃ মাথা যেরূপ ভাবে থাকা আবশ্যক, তদপেক্ষা নীচু অবস্থায় থাকিলেই উহা মাথা গড় ব্যাধি বুঝিতে হইবে।

মুষ্টীযোগ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

হুঁকার বাসী জল, প্রতিদিন প্রাতঃকালে চক্ষুর ভিতরে দিলে আরোগ্য হইবে।

মাথাগড় রোগের চিকিৎসা।

প্রদীপে পোড়ান সরিষার তৈল	৵০ এক ছটাক
আতর	১ এক তোলা
আটিয়া কলার মুড়ার ক্ষার	৵০ এক ছটাক

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ মাড়িয়া মাথায় প্রলেপ দিবেক।

সুশ্রূষা।

হস্তীকে চালাইবার সময় অথবা পীলখানাতে বান্ধিয়া রাখার সময় মাহুতের পদ দ্বারা, জোর করিয়া উর্দ্ধ মুখে হাতীর ঘাড় ঠেলিয়া উঠাইয়া রাখা উচিত। [এইরূপে মস্তকোত্তলন উপায় দ্বারা হস্তী ব্যবসায়ীগণ অত্যন্ত অবনত মস্তক বিশিষ্ট হস্তীকেও এরূপ মস্তকোত্তলন করায় যে, স্কন্ধারূঢ় ব্যক্তির গলা এমন কি মাথা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া যায়। এইরূপ সঙ্কেত অবলম্বন দ্বারা হস্তীর সওদাগরেরা, কুশ্রী হাতিকেও সুন্দর, বলবান ও সম্ভবাতিরিক্ত বৃহৎ দেখাইয়া, অনভিজ্ঞ গ্রাহকগণের ভ্রম জন্মায় এবং হেট্ মস্তক বিশিষ্ট কুশ্রী ও দুর্ব্বল হস্তীকেও সুশ্রী হাতীর তুল্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে।]

পথ্য। স্বাভাবিক আহারীয় বস্তু সকল।

মস্তাই অথবা মত্ততা রোগ।

কারণ। সাধারণতঃ সমুদয় জন্তুর আভ্যন্তরিক তেজ বা শক্তির উপচয় হেতুক যেমন মত্ততার আবির্ভাব হয়, হস্তীরও যৌবনাবস্থায় তদ্রূপ মস্তাই বা মত্ততা হইতে দেখা যায়। শৈশব বাল্য ও বৃদ্ধাবস্থায় ঐরূপ রোগ দৃষ্ট হয় না। আহারাদির সুবন্দোবস্ত থাকিলে যৌবনাবস্থাতেও মত্ততা জন্মে না।

লক্ষণ। মত্ততা জন্মিলে হস্তীর রক্ত গরম হইয়া, তদুত্তাপে মস্তিষ্কস্থিত বীর্য্য দ্রব করে। সুতরাং কুম্ভের দুই পার্শ্ববর্ত্তী রন্ধ্রদ্বয় হইতে স্বেদ বারির ন্যায় উহা নির্গত হয়। ইহাকেই সংস্কৃতে মদ বা, দান বলে। এই সময়ে হাতী চক্ষু দ্বয় মুদ্রিত করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থান করে। দেখিলে বোধ হয়। যেন ঝিমাইতেছে। বাহ্যজ্ঞান থাকে না। কখন কখন ক্ষিপ্তের ন্যায় অসীম বল প্রকাশ করিয়া বন্ধন রজ্জু কি শৃঙ্খল সকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে চেষ্টা করে।

তৎসময়ে কোন প্রাণী তাহার নিকটস্থ হইলে, তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। এমন কি তখন স্বকীয় মাহুতের প্রাণ বিনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অনবরত ছট্ ফট্ করিতে থাকে। এবং স্ফূর্ত্তির প্রগল্‌ভ জন্যে, রীতিমত আহার করে না, অর্থাৎ কখনো কখন আহার করে ও কখনও বা আহারে বিরত থাকে। ক্রোধ বৃদ্ধি পায়।

মস্তাইর চিকিৎসা।

বড় পানার শিকর	২ তোলা
পাকা বান্ধা ঘাটের জলের তলের শেওলা	২ তোলা
মহরী	১ তোলা
গোলাপ ফুলের কলী	১ তোলা
কুতুলা	১ তোলা
মিছিরী	২ তোলা
	একুনে ছয় পদ

অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত ঠাণ্ডাই ঔষধ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই ছয় পদ ঔষধ, বৈকাল ভিজাইয়া বাহিরে শিশিরে রাখিয়া পর দিবস প্রাতে সমস্ত ঔষধ খাওয়াইতে হইবে। ক্রমে তিন দিন শিশিরে রাখিলে ঠাণ্ডা হইবেক। পুনরায় গরম না হইলে ঔষধ খাওয়াইতে হইবেক না।

সুরমা (চক্ষে অঞ্জন স্বরূপ যাহা ব্যবহৃত হয়)	৩ তিন তোলা
	মোট এক পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই ঔষধ আটিয়া কলার গাছের মূল মধ্যে রাখিয়া ভালরূপে বন্ধ করতঃ

কাপড়ে জড়াইয়া আটাল মৃত্তিকা দ্বারা তাহার চতুর্দ্দিক লেপিত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবেক, পরে ঐ কলার ঔষধ মূল শুদ্ধ শিশিরে রাখিয়া প্রত্যহ প্রাতে ১ তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবেক। একাদিক্রমে ২।৩ দিনের অধিক খাওয়াইতে হইবে না। ১ম লিখিত ঔষধটীতে ব্যাধি না কমিলে শেষে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সুশ্রূষা।

এই রোগাক্রান্ত হস্তীকে সর্ব্বদা অতিশয় স্নিগ্ধ ভাবে রাখা কর্ত্তব্য। তৎসময়ে কোন প্রকারে বিরক্ত বা অধিক পরিশ্রম করান উচিত নহে। রৌদ্র ভোগান কি স্নান না করানের জন্য কিম্বা গরম দ্রব্য আহার দ্বারা কোন প্রকারে হস্তীর শরীরে গরম বৃদ্ধি না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপ মত্ততা কোন প্রকার উপায় অবলম্বন দ্বারা, হঠাৎ বন্ধ করা নিতান্ত অযৌক্তিক। কারণ তাহাতে স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জনিত নানা প্রকার উৎকট রোগ হইতে পারে। হস্তীর চিপ হইতে ঐ সময় যে স্বেদ স্খলন হয়, তাহা ক্রমাগত ৫।৭ দিবস পর্য্যন্ত নির্গত হইতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। বরং ঐ সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধ সুশ্রূষা ও স্নিগ্ধ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ধীরে ধীরে মত্তাই বন্ধ করিবার চেষ্টা করা উচিত। নচেৎ কোনরূপ প্রবল ঔষধে বা প্রক্রিয়া দ্বারা বন্ধ করিলে ঐ স্খলিতোন্মুখ স্বেদ শরীরে আবদ্ধ হইয়া রস বাত প্রভৃতি রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা উল্লিখিত সময় হাতীর চতুষ্পদ শৃঙ্খল দ্বারা বা দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। সতর্কতার জন্য সর্ব্বদা এক জন মাহুতকে হাতীর নিকট রাখা কর্ত্তব্য। হাতীকে স্নান করানের সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত কুনকী হাতী কি বিশেষ শিক্ষিত পরিপক্ক হাতী এবং সুশিক্ষিত মাহুতের সাহায্যে স্নান করাইয়া সাবধানের সহিত দৃঢ় আবদ্ধ করান কর্ত্তব্য। কারণ তৎকালে হাতীকে ইতঃস্তত বিচরণ করিতে দিলে মত্ততা প্রযুক্ত মাহুত বা অন্য কোন জন্তুর প্রাণবধ করিতে পারে। অথবা অন্য কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারে। অতএব যে পর্য্যন্ত উহার মত্ততা

নিবৃত্তি না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত ছায়াযুক্ত আবৃত স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া, অন্য হাতী কি মনুষ্য দ্বারা খাদ্য দেওয়াইতে হইবে, আর প্রতি দিন মস্তকে গব্য ঘৃত মাখান উচিত।

পথ্য।

স্নিগ্ধ যাবতীয় আহার্য্য দ্রব্য, যথা কদলী বৃক্ষ, দেবধান্য, তরমুজ ও ইক্ষু প্রভৃতি এবং অম্ল দধি, চিড়া ও পরিষ্কার চিনি একত্র মাখিয়া প্রত্যহ দিবসে ২ দুই সের করিয়া খাওয়ান কর্ত্তব্য।

কুপথ্য।

গরম ও বলকারক দ্রব্য।

দুর্ব্বলতা।

কারণ। কিরূপ ভাবে হস্তীর স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয়, এ দেশের অনেক হস্তী পালকগণ তাহার তত্ত্ব গ্রহণ করেন না। স্বীয় হস্তীর খাদ্যাখাদ্য বা তাহার সুস্থতার বিষয় এক বারও দেখেন না। সর্ব্বত্র এত উপকারী ও দুর্ম্মূল্য হস্তীর জীবন রক্ষার ভার নিতান্ত মূর্খ মাহুতের উপর নির্ভর করে এবং সে হাতীর যত্ন করে কি না তাহা কে দেখে? অথচ উহার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। সে কেবল ব্যয় মাত্রই সার হয়। হাতীর সুস্থতার দিকে দৃষ্টি নাই, কিন্তু চড়িয়া বেড়াইবার পক্ষে বিশেষ যত্ন; পরিশ্রম করাইতে ত্রুটী করেন না। ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? একটু আভ্যান্তরিক দৃষ্টি করিলে জানা যায় যে, ইহাতে হস্তী পতিগণের নিতান্ত নির্দ্দয়তা প্রকাশ পাইতেছে। যে জন্তু দ্বারা নানা প্রকার নিজ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার খাদ্যাদির সুবন্দবস্তের অনুসন্ধানাদি না লওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। যে উপকারী সর্ব্বদা তাহার যত্ন করা

কর্ত্তব্য। কথায় আছে পেট ভরে খেতে দিয়ে পীঠ ভরে কিলাও। সে যাহা-হউক, স্বীয় হস্তী দ্বারা কোন্ কার্য্যোদ্ধার না করা যায়? তত্রাচ তাহার স্বাধীনতা হরণ হেতু আহারাদি বিষয়ে কষ্ট দেওয়া কি ন্যায় বিরুদ্ধ নয়? উপযুক্ত তদারকের ত্রুটীতে, এই সকল রক্ষিত হস্তী গুলি দুর্ব্বল ও নানা প্রকার পীড়াক্রান্ত হয়। ব্যাধিগ্রস্থ হাতীর উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে, এবং নবধৃত হস্তীর শিক্ষা জনিত ক্লেশ বা তজ্জন্য চিন্তা ও ভয়ে হাতী দুর্ব্বল হয়।

লক্ষণ। শরীরের কৃশতার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতা জন্মে। উপযুক্ত আহার ও জীর্ণ শক্তি কমিয়া যায়। অল্প শ্রমেই অধিক কাতর হইয়া পড়ে, এবং দ্রুতগামী হস্তীরও ধীর গমন হইয়া থাকে। শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না।

চিকিৎসা।

কুচিলা	৴০ এক ছটাক।
বেলশুয়া	৴০ এক ছটাক।
কট্‌কি	৴০ এক ছটাক।
মুশব্বর	৴০ এক ছটাক।
গুগ্গুল	৴০ এক ছটাক।
আকরকরা	৴০ এক ছটাক।
ইন্দ্রযব	৴০ এক ছটাক।
ইস্কন	৴০ এক ছটাক।
গুড়বচ	৴০ এক ছটাক।
পলাশ পাঁপড়ি	৴০ এক ছটাক।
বাউকুশ্মা	৴০ এক ছটাক।
সোহাগা	৴০ এক ছটাক।
কালা বিছুয়া	॥০ আধ তোলা।

মিঠাতেলী	৷৹ আধ তোলা।
বিশনাগ	৷৹ আধ তোলা।
মলিম	১৹ এক ছটাক।
কালা লবণ	১৹ এক ছটাক।
করকচ লবণ	১৹ এক ছটাক।
সৈন্ধব লবণ	১৹ এক ছটাক।
লবণ	১৹ এক ছটাক।
কালজিরা	১৹ এক ছটাক।
খরসান জওন	১৹ এক ছটাক।
দেশী জাওন	১৹ এক ছটাক।
জঙ্গী হরিতকী	১৹ এক ছটাক।
বড় হরিতকী	১৹ এক ছটাক।
পিপলামুর	১৹ এক ছটাক।
পিপ্‌পলী	১৹ এক ছটাক।
জয়ন্তীর পাতা	১৹ এক ছটাক।
নাটার ফল	১৹ এক ছটাক।
হিঙ্গ	।৹ এক পোয়া।
আকান্দর শিকড় ছাল	১৹ এক ছটাক।
সাজনা গাছের ছাল	১৹ এক ছটাক।

একুনে বত্রিশ পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহারি প্রণালী।

এই বত্রিশ পদ ঔষধ একত্রে গব্য ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইয়া ভালরূপ চূর্ণ

করতঃ প্রত্যহ বৈকালে এক তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ৫ দিন ও শীতকালে ২ দিন অন্তর খাওয়ান উচিত।

মুষ্টিযোগ।

(ক)

ভুঁই কুমড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া শুষ্ক করতঃ দড়ীতে গাঁথিয়া ঘরে ঝুলাইয়া রাখিবে পরে ঐ শুষ্ক খণ্ড ২ তোলা পরিমাণে প্রত্যহ বৈকালে হাতীকে খাওয়াইতে হইবে।

মুষ্টিযোগ।

(খ)

এক সের পরিমাণ কাঁচা কুচলা প্রতিটা দুই খণ্ড করিয়া দুই সের গব্য ঘৃতে তিন চারি দিবস যত্ন পূর্ব্বক ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। পরে ঐ কুচলা আরও /১ সের গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া কোন রূপ মৃত্তিকা ভাণ্ডে রাখিয়া ভাল করিয়া ঐ ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করতঃ মাটীর নীচে ১৫ দিবস পুতিয়া রাখিয়া শেষে উঠাইয়া প্রত্যহ বৈকালে এক এক খণ্ড কুচলা হাতীকে খাওয়াইতে হইবে।

সুশ্রূষা।

বলকারক খাদ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। এবং রীতি মত ঔষধও সেবন করান আবশ্যক। যদি অন্য রোগাক্রান্ত না থাকে, তবে প্রতি দিন দুই বেলা পরিষ্কার জলে নামাইয়া হাতীকে অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় পর্য্যন্ত ঝামা কুচড়া দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করাইতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ গাত্র মার্জ্জনের সময়

হাতীর সর্ব্বাঙ্গের চামড়া সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক। কারণ। তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চালিত হইবে। উপযুক্ত সুশীতল স্থানে সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখিয়া সময় সময় দিলাসা দিয়া অর্থাৎ স্নেহ সূচক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা হস্তীর মনে সন্তোষ বর্দ্ধন করা উচিত। কোন প্রকারে ভয় না পায়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মাথায় গব্য ঘৃত মাখান আবশ্যক।

পথ্য।

দেব ধান্যই বিশেষ বলকারক বলিয়া পরিগণিত। অথবা কৃষকেরা যে ধান্য জন্মায় ঐ ধান্যের অপরিপক্ক অবস্থার গাছ, ক্ষেত্রেই ক্রয় করতঃ পূর্ব্ব দিন কাটাইয়া আনিয়া শিশিরে রাখিতে হইবে, পর দিন প্রাতে বৈকালে কি সতত ঐ অপক্ক ধান্যের গাছের কুচ্চা (দানা ভরাইবার জন্য পোটলা বিশেষ) প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে ভিজা চাউলের দানা ভরিয়া পরিতৃপ্তি মত স্বচ্ছন্দে খাওয়াইবে। কিন্তু উহার শিশির শুষ্ক না হয়। শীতল স্থানে রাখিয়া হাতীকে এইরূপে দানা খাওয়ান কর্ত্তব্য। রাত্রিতে পরিতৃপ্ত মত আহার করিতে পারে, এরূপ উপযুক্ত আহার্য্য হাতীকে দেওয়া উচিত। ফল, কোন সময় যেন তাহার আহার বন্ধ না থাকে। এই প্রকারে দুই মাস সুশ্রূষা করিলে, হৃষ্ট পুষ্ট হইবে। হস্তী রীতিমত সুস্থাবস্থায় না থাকিলে, সুশ্রী হইলেও কুশ্রী দেখায়। উপযুক্ত খাদ্যাদি পাইলে হাতীর তেজ বৃদ্ধি হয়; সুতরাং কুশ্রী হইলেও সুশ্রী দেখায়। যত্নশীল হস্তী পালকগণ অথবা হস্তীর সওদাগরগণ, উক্ত প্রণালী অনুসারে হাতীর পুষ্টিতা সাধন করিয়া, বিলক্ষণ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। গ্রাহকগণও এইরূপ সুযত্ন রক্ষিত কুৎসিত হস্তীকে সুদৃশ্য জ্ঞানে আগ্রহ পূর্ব্বক ক্রয় করিয়া থাকেন। উল্লিখিত নিয়মে বৃদ্ধ হস্তীকেও যুবার ন্যায় দেখায়। এই রোগে নিম্নলিখিত মত পায়স প্রস্তুত করতঃ খাওয়াইতে হয়, যথা;—

গব্য ঘৃত	৴। এক পোয়া।
চাউল	৴১ এক সের।

দুগ্ধ	৴১ এক সের।
গুড়	৴। এক পোয়া।
জল	৴৪ চারি সের।

(বিশেষ ফলদায়ক এবং পরীক্ষিত।)

পায়স প্রস্তুতের ন্যায় এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে শুষ্ক ভাবে পাক করিয়া ছোট ছোট দলা করতঃ যত দলা হইবে তাহার প্রতিটা এক একবার অপরিপক্ক ধানের গাছের অথবা ঘাসের কুচরায় ভরিয়া, প্রতি দিন খাওয়াইতে হয়।

স্বাভাবিক পুষ্টি বৃদ্ধির চিকিৎসা।

কলি চুণ	৴ এক ছটাক।
গুড়	৵০ আধ পোয়া।
হরিদ্রা	৵০ আধ পোয়া।

এই তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে মাখিয়া, রৌদ্রে শুখাইয়া প্রত্যহ বৈকালে দুই তোলা পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে।

হরিতকি	।০ এক পোয়া।
গোলমরিচ	।০ এক পোয়া।
লঙ্গ	।০ এক পোয়া।
জয়ত্রী	৴ এক ছটাক।
এলাচী	৴ এক ছটাক।

কর্পূর ৴ এক ছটাক।
হিঙ্গ ৴৷৷ আধ সের।
কটকী ৴৷৷ আধ সের।
ডুলাবাথর ৴৷ এক পোয়া।
জাওন ৴৷ এক পোয়া।
হোর বাথর ৴৷ এক পোয়া।
খাপরিয়া ৴৷ এক পোয়া।
দারুচিনি ৴৵ আধ পোয়া।
কুচিলিয়া ৴৵ আধ পোয়া।
এই চৌদ্দ পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই উক্ত চৌদ্দ পদ ঔষধি এক সের গব্য ঘৃতে মাখিয়া, দুই দিবস অন্তে বৈকালে এক তোলা পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে।

জাওন (৪ প্রকার) ৴৷ এক পোয়া।
মুশব্বর ৴ এক ছটাক।
ত্রিফলা ৴৸ তিন পোয়া।
ঘৃত কুমারীর পাতা ১ এক টা।
ব্রাণ্ডি সরাপ ৴ এক ছটাক।
এই আট পদ।

উক্ত সমস্ত দ্রব্য একত্র মাখিয়া আট দিবস পর এক দিন বৈকালে এক তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবে।

চিড়া ৴২ দুই সের।
দধি ৴৪ চারি সের।

একুনে দুই পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই দুই পদ ঔষধ একত্রে, প্রাতঃকালে ভিজাইয়া রাখিয়া, প্রতি রোজ বৈকালে দশ পনর দিবস পর্য্যন্ত খাওয়াইলে, হাতীর ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, এবং কড়া শোয়ারী প্রভৃতি কারণে হস্তী শীর্ণ হইলে পুষ্ট হইবে। মধ্যে মধ্যে হিঙ্গ ও কালা লবণও খাওয়ান কর্ত্তব্য।

শুশ্রূষা।

প্রয়োজনানুসারে ঋতু ভেদে হস্তীকে পুষ্টি বর্দ্ধনকারক "বার মাসীয় পোষ্টাই মসল্লা" খাওয়ান উচিত। কারণ ঐ সমস্ত মসল্লা মাঝে মাঝে খাওয়াইলে, সময় মত হাতীর শরীরের রক্ত দোষ নষ্ট করিয়া জীর্ণ শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। এরূপ নিয়মে রাখিলে সহসা হস্তী শরীরে কোন ব্যাধি জন্মিতে পারে না।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ।

কারণ। ঋতু ভেদে যেরূপ চারা বা আহারীয় দ্রব্য দেওয়া আবশ্যক তাহার ব্যতিক্রম করিলে, অর্থাৎ এই গ্রন্থের স্থানান্তরে যে সকল সময়োপযোগী আহার্য্য দ্রব্য উল্লেখ করা হইল; তাহার বিপরীত দ্রব্য খাওয়াইলে, অগ্নি মান্দ্য হইয়া, ক্রমশঃ অজীর্ণ রোগ উৎপত্তি হয়। অপরিস্কৃত জল পান করানেও অগ্নি মান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ হইয়া থাকে। গুরুতর আহারান্তে, বিশ্রাম না করাইয়া অধিক পরিশ্রম করাইলে, এবং এক দিন অধিক, অপর দিন অল্প পরিমাণ খাইতে দিলেও অগ্নি মান্দ্য হইয়া অজীর্ণ জন্মায়। প্রত্যহ একরূপ নিয়মে, উপযুক্ত দানা ও অন্যান্য সময়োচিত চারা খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। আহারাদির অনিয়ম হইলেই জঠরাগ্নির কার্য্যকারী শক্তির অল্পতা জন্মে। সুতরাং অগ্নি মান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ। নিত্যাহার ক্রমশঃ কমিয়া অলস হইতে থাকে। তবে অনিচ্ছার সহিত যাহা আহার করে, তাহাতে সর্ব্বদা পেটের ভিতর এক প্রকার হড়্‌ হড়্‌ শব্দ হইয়া থাকে। স্ফূর্ত্তি কমিয়া যায়। কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। এবং যাহা কিছু মল নির্গত হয়, তৎসঙ্গে আহারীয় দ্রব্যের অংশ সকলই অর্দ্ধ জীর্ণ অবস্থায় বাহির হইতে দেখা যায়। তাহা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। প্রায়ই অল্প অল্প পরিমাণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং হস্তীর অখাদ্য বস্তু সকল খাইবার জন্য লিপ্সা জন্মে। জল পিপাসা এত হয় যে জল দেখিলেই পান করিবার জন্য লালায়িত হয়।

চিকিৎসা।

গোলমরিচ	৴।০ এক পোয়া।
কট্‌কি	৴।০ এক পোয়া।
গুড়বচ	৴।০ এক পোয়া।
সোহাগার খৈ	৴।০ এক পোয়া।
মুশব্বর	৴।০ এক পোয়া।
কালীজিরা	৴।০ এক পোয়া।
হিঙ্গ	৴।০ এক পোয়া।

মোট সাত পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত হজমী ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ সাত পদ ঔষধ একত্রে চূর্ণ করতঃ কোন পাত্রে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। এবং ৩।৪ দিবস অন্তর এক পোয়া নিমের ছাল শিদ্ধ দিয়া ৴১ সের চাউলের ভাত পাক করিয়া, সেই ভাতের মধ্যে ঐ সকল ঔষধের আধ পোয়া পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া, বৈকালে, কুচরায় ভরিয়া হাতীকে খাওয়াইতে

হইবেক। এই ঔষধ সেবনের পর জল খাওয়াইবে না, এবং অধিক পরিমাণ আহারের পর এই ঔষধ ভক্ষণ নিষেধ।

হিঙ্গ	॥ আধ তোলা।
কালা লবণ	১ এক তোলা।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ হিঙ্গ ঈষৎ গরম করিয়া তাহাতে ঐ কালা লবণের গুঁড়া মিশ্রিত করতঃ ৫।৬ দিবস অন্তর হাতীকে খাওয়াইতে হইবে। কিন্তু হাতীর গরম হইলে, আর খাওয়াইতে হইবে না। কারণ অধিক পরিমাণ ঐ ঔষধ খাওয়াইলে হাতীর মস্তাই উঠিতে পারে। ঐ ঔষধ খাওয়াইলে হাতীর পেটে কৃমিও থাকিতে পারে না। এই ঔষধ বেশী ব্যবহারে হাতীর দাস্ত হইবার সম্ভব।

শুশ্রূষা।

উপযুক্ত সময় লঘু পক্ক বলকারক চারা দিয়া, ঠাণ্ডা স্থানে হাতীকে রাখা কর্ত্তব্য। পরিশ্রম করান অসঙ্গত। এবং পরিষ্কার স্রোত জল পান ও তাহাতে রীতিমত প্রত্যহ, ২ বেলায় স্নান করান উচিত। জীর্ণ করিতে সক্ষম হয়, এরূপ পরিমাণে দানা খাওয়ান উচিত। রীতিমত জীর্ণ করিতে অক্ষম বিবেচনা করিলে, একেবারে দানা খাওয়ান বন্ধ করিতে হইবে। উপদিষ্ট অগ্নি বৃদ্ধিকর ঔষধ সেবন করান উচিত।

পথ্য।

দূর্ব্বা ঘাস, অপরিপক্ক ধানের গাছ ও ডাল চারা।

কুপথ্য।

কদলী বৃক্ষ।

মাটি খাইয়া পেট ফাঁপা রোগ।

কারণ। হস্তীকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করাইলে, বা সম ভাবে বেশী ক্ষণ দৌড়াইলে, কি অধিক সময় রোদ্রোত্তাপ ভোগাইলে, কিম্বা নিয়মিত স্নান ও আহারাদির ত্রুটী করিলে, হাতীর স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মে। তাহাতে হস্তীর শরীরে আভ্যন্তরিক গরম বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ গরমের যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য শীতল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে এবং সময় ২ মাটি খাইয়া উক্ত গরম জনিত হৃদ পিণ্ডের জ্বালা স্নিগ্ধ করিতে চেষ্টা করে। কোন কোন হস্তীর উল্লিখিত অনিয়ম বশতঃ পেটের ভিতর দুই অঙ্গুলি পরিমিত শ্বেত বর্ণের সূক্ষ্ম ও চিক্কন কৃমি জন্মে। তাহা জন্মিলে, শূল বেদনা গ্রস্থ মনুষ্যেরা যেরূপ আশু যন্ত্রনা নিবারণার্থ খড়ি বা সোডা ভক্ষণ করে, তদ্রূপ হস্তী মাটি ভক্ষণ করিয়া, ঐ শূল বেদনা সম ক্লেশ কিছু কালের কারণ নিবৃত্তি করিতে যত্ন করে। বন্য ও পালিত হস্তী গণ যদিও আপনা হইতে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কখন কখন মাটি খাইয়া থাকে; তাহাতে কোনরূপ অপকার না হইয়া বরং উদরস্থ মল ও কৃমি নির্গত হইলে সুস্থতা লাভ করে। কিন্তু উক্ত অনিয়মের জন্য মাটি খাইলে অন্যান্য উৎকট রোগের সৃষ্টি হয়। ঐ সময় উপযুক্ত সতর্কতার সহিত সুনিয়ম পালন ও কোষ্ঠ পরিষ্কার না করাইলে হাতীর জীবন সংশয় হইতে পারে।

লক্ষণ। হস্তী মাটি খাইলে সাধারণতঃ অতি অল্প আহার করে। অধিক পরিমাণে মাটি খাইলে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কিছুই আহার করেনা। কেবল পিপাসাতুর ও স্ফূর্ত্তি বিহীন হয়, এবং পেট ডাকিতে থাকে। শটি ও চাতরা (তারা গাছ) ও আনারসের গাছ, এবং আমের ডাল, প্রভৃতি তেজস্কর অখাদ্য ভোজন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে।

চিকিৎসা।

ঝিনুক পোড়া শুক্‌না খুল্‌নী চূর্ণ	১ এক তোলা
রান্না ঘরের আলান্ধু বা ঝুল	২ দুই তোলা।
গুড়বচ	১ এক তোলা।
একটী মাত্র কোষ বিশিষ্ট রসুন	৷৹ অৰ্দ্ধ তোলা।
(অভাবে রসুনের একটী কোষ মাত্র।)	
জয়ন্তীর পাতা	৴৹ এক ছটাক।

এই পাঁচ পদ।

(বিশেষ পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

গব্য ঘৃত গরম করতঃ প্রথমতঃ ঐ চূর্ণ, তৎপর ঘরের আলান্দু, পরে গুড়-বচ দিয়া ভাজিয়া একটী বটীকা প্রস্তুত করিয়া ঐ রসুন বাটিয়া লইয়া তাহার সহিত একত্রে একবারে খাওইয়াতে হইবে। ইহাতে না কমিলে পুনরায় ঐ পরিমাণ আর এক বটী তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়ান উচিত।

মুষ্টিযোগ।

দৈবাৎ কোন স্থানে অন্য ঔষধ সংগ্রহ হইতে না পারিলে, একটী রসুন পুরিয়া খাওয়াইলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া আরাম হইবে। ঐ সঙ্গে ৴৹ ছটাক আদা ও ৴৹ ছটাক পরিমাণ লবণ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

রসুন	১ টা।
হিঙ্গ	১ এক তোলা।
কাল লবণ	৴৹ এক ছটাক।

এই তিন পদ।

(বিশেষ ফলপ্রদ ও পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

আকন্দের কুশী	৴০ এক ছটাক।
রসুন	১ টা।
ঝিনুকের চূর্ণ	১ এক তোলা।

এই তিন পদ।

(উৎকৃষ্ট ও সদ্য ফলপ্রদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবাহার প্রণালী।

আকন্দের কুশী গব্য ঘৃতে ভাজিয়া অপর দুই পদ ঔষধের সহিত মিলাইয়া খাওয়াইতে হইবে।

কালা লবণ	৴০ এক ছটাক।
লাল ভেরাণ্ডার কুশী	৴০ এক ছটাক।
ঝিনুক পোড়া ছাই	৴০ এক ছটাক।
অফলা আমের ছাল	৴০ এক ছটাক।
এরাণ্ডার কশ	৴০ এক ছটাক।
রসুন	৲০ আধ ছটাক।

একুনে ছয় পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ ছয় পদ ঔষধ একত্রে বাটীয়া এক তোলা পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ দুই বেলায় খাওয়াইবে।

হাতী চারা কম খাইলে, এই সঙ্গে, একটা কুচিলা ভাল রূপে পোড়াইয়া দিতে হইবে।

সোহাগার খৈ	৵।৶ পাঁচ ছটাক।
গোলমরিচ	৵। এক পোয়া।
কট্‌কী	৵। এক পোয়া।
মুশব্বর	৵। এক পোয়া।
কাল জিরা	৵। এক পোয়া।
হিঙ্গ	॥০ আধ তোলা

মোট দশ পদ।

(বিশেষ ফলপ্রদ ও পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই দশ পদ ঔষধ একত্রে মাড়িয়া, অর্দ্ধ তোলা পরিমান বড়ী প্রস্তুত করিয়া; প্রত্যহ এক এক বড়ী সেবন করাইতে হইবে।

ভুঁই কুমড়া	৵।০ এক পোয়া।
ভাঁইটের আগা	৴৵০ আধ পোয়া।
জয়ন্তীর পাতা	৴৵০ আধ পোয়া।
আকন্দের কচি পাতা বা আগা	৴৵০ আধ পোয়া।
নিমের পাত	৴০ এক ছটাক।
নিমের ছাল	৴৵০ আধ পোয়া।
রসুন	৴০ এক ছটাক।
ছোট পীঁয়াজ	৴০ এক ছটাক।
আদা	৴০ এক ছটাক।
কাঁচা হরিদ্রা	৴০ এক ছটাক।
লবণ	৴০ এক ছটাক।
কাল লবণ	৴০ এক ছটাক।

হিঙ্গ	/০ এক ছটাক।
মুশব্বর	/০ এক ছটাক।
চিরতা	/০ এক ছটাক।
গোলমরিচ	/০ এক ছটাক।
কটকী	/০ এক ছটাক।
ঝিনুকের খুলশী	/০ এক ছটাক।
জাওন	/৫০ আধ পোয়া।
দানা গুড়	/৫০ আধ পোয়া।
ব্রাণ্ডি সারাপ	/॥০ আধ সের।
	একুনে একুশ পদ।

(পরীক্ষিত এবং আশু ফলপ্রদ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐই একুশ পদ ঔষধের ভাল চূর্ণ, দানা গুড় ও ব্রাণ্ডি সারাপে মাখিয়া প্রত্যহ বৈকালে দুই তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

হাতী মাটী খাইলে, যেমন কোনরূপ পরিশ্রম করান উচিত নয় এব্যাধিতেও তদ্রূপ স্নান করাইতে হইবে না। স্নান করাইলে উদর স্ফীত হইয়া নানারূপ উৎকট ব্যাধি হইয়া থাকে। সকল প্রকার দানা খাওয়ান বন্ধ করিতে হইবে। কেবল ডাল চারা খাইতে দেওয়া উচিত; এবং হাতীকে সর্ব্বদা গরম ভাবে রাখা কর্ত্তব্য। কোন প্রকারে যাহাতে উহার শরীরে বৃষ্টির জল বা ঠাণ্ডা না লাগে; তজ্জন্য সুবন্দোবস্ত করা আবশ্যক। যদিও ইহারা পাহাড়ে ঐ রোগে আক্রান্ত হইলে, বৃষ্টি জলে ভিজে, কিন্তু মঙ্গলময় জগদীশ্বরের কৃপায় তাহারা স্বকীয় বুদ্ধিতে বড় বড় বৃক্ষের বা পর্ব্বত গহ্বরের স্থান বিশেষে আশ্রয় গ্রহণ

করতঃ গরম থাকিতে চেষ্টা পায়। পর্ব্বত জাত ঔষধি ও প্রস্রবণাদির স্বাস্থ্য কর জল খাইয়াও আরোগ্য লাভ করে। বিশেষতঃ পার্ব্বতীয় বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া এবং স্বাধীন ভাবে স্বদল বলে স্ফূর্ত্তির সহিত বেড়াইতে পারায় সহসা সামান্য কদাচারে ব্যারাম জন্মিতেও পারে না।

পথ্য।

ডাল চারা, যথা অশ্বথ ও খোক্‌সা গাছের ডাল। সময় সময় দল ঘাঁস ও অপরিপক্ক ধানের গাছ দেওয়া উচিত।

কুপথ্য।

কলার গাছ প্রভৃতি স্নিগ্ধ বস্তু দেওয়া অসঙ্গত।

বাও ঠেকা অর্থাৎ হঠাৎ পেট বেদনা।

কারণ। হাতীর যদি ক্রমি জন্মে এবং তজ্জন্য মাটি খাইলে, কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া উদরে বেদনা এবং উদর স্ফীত হয়। সুতরাং ঐ যন্ত্রণায় হাতী ছট্‌ফট্‌ অর্থাৎ উঠা বসা আরম্ভ করে।

লক্ষণ। মল মূত্র পরিষ্কাররূপ হয় না, এমন কি রোগ প্রবল হইলে, নিঃসরণ ক্রিয়া একবারে বন্ধ হইয়া যায়। সর্ব্বদা হাতী উঠা বসা করিতে থাকে কিছুই আহার করিতে পারে না।

চিকিৎসা।

আদা	।৵০ এক পোয়া।
জাওন	৴০ এক ছটাক।
কাল লবণ	৴০ এক ছটাক।
লবণ	৴০ এক ছটাক।
	চারি পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবাহার প্রণালী।

এই চারি পদ ঔষধ একত্র করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

আদা	।৵০ এক পোয়া।
লবণ	।৵০ এক পোয়া।
	দুই পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই দুই পদ ঔষধ একত্র করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

মাটি খাওয়া রোগের শুশ্রূসার ন্যায়।

পথ্য।

মাটি খাইলে যে পথ্য ব্যবস্থা তাহা দিতে হইবে।

কুপথ্য।

মাটি খাইলে যাহা নিষেধ এস্থলেও তাহাই।

চৌরঙ্গ ব্যাধি।

কারণ। মনুষ্যের জর হইলে, কোনরূপ অনিয়ম বশতঃ যেরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ হস্তী মাটি খাইলে, যদি প্রথমতঃ উপযুক্ত রূপ শুশ্রূষা ও চিকিৎসা না করা যায়, অর্থাৎ মাটি খাওয়া স্বত্বেও গুরুতর ভার বহন কি পরিশ্রম করিলে, নদী পার করাইলে, অথবা বৃষ্টির জলে ভিজাইলে, কিম্বা স্নান করাইলে, অথবা দানাও কোন প্রকার গুরুপাক বস্তু খাওয়াইলে চৌরঙ্গ ব্যারামের উৎপত্তি হয়।

এইটীই হাতীর পক্ষে বিশেষ মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যারামের প্রথমাবস্থাতেই বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসাদি করিতে না পারিলে, হাতীর জীবন রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে।

লক্ষণ। হাতীর পেট স্ফীত এবং পেটের অত্যন্ত বেদনা হয়; তজ্জন্য হাতী সর্ব্বদা ছটফট করিতে থাকে। কিছুই খায় না। মনুষ্যের যেমন বাত শ্লেষ্মক বিকার হইলে, ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার করে, হস্তীরও চৌরাঙ্গ ব্যাধি জন্মিলে তদ্রূপ ক্ষিপ্তের ন্যায় জ্ঞান শূন্য হয়। উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, অতি শান্ত প্রকৃতির হাতীও অশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে। এমন কি, শৃঙ্খলাদির দৃঢ় বন্ধন ও মোচন করিতে চেষ্টার ক্রটী করে না। এবং সে সময় পরিচিত মনুষ্য মাহুতকেও মারিতে চাহে। হাতী চৌরঙ্গ রোগে আক্রান্ত হইলে, কম্প জ্বরের রোগীর মত কাঁপিতে থাকে, এবং রোগ প্রবল হইলে, হিক্কা জন্মে। গুরুতর বাত শ্লেষ্মা গ্রস্ত রোগীর যেরূপ শরীরের কোন অঙ্গ অবশ হইয়া থাকে, তদ্রূপ হাতীরও চৌরঙ্গ ব্যাধি প্রবল হইলে, অর্দ্ধাঙ্গ বা যে কোন অঙ্গ অবশ হইতে পারে।